বিপ্লব

ইসলামের দৃষ্টিতে

প্রিন্সিপাল আশরাফ ফারুকী

বিপ্লব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে

প্রিন্সিপাল আশরাফ ফারুকী

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিভাগ

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীকে খোশ আমদেদ জানানো উপলক্ষে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

বিপ্লব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে

প্রিন্সিপাল আশরাফ ফারুকী

গ্রাম ঃ পশ্চিমপাড় দিঘলী, ডাকঘর ঃ কামালখান হাট

জেলা ঃ জামালপুর।

অফিস ফোন ঃ ৫০২৬৪৪

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

রজব (শবই মেরাজ) ১৪০২

ই, ফা, প্রকাঃ নম্বর ১০৩৬

ই, সা, কে, চট্টঃ প্রকাঃ নম্বর ৫২

প্রকাশক ঃ **সৈয়দ আবদুর রউফ**

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বিভাগ।

কভার ডিজাইন ঃ রফিক সিদ্দিকী

কভার মুদ্রণ ঃ ওরিয়েন্ট কালার প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম।

বই মুদ্রণ ঃ চেম্বার প্রেস লিঃ

৫০, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।

বাঁধাই ঃ ঢাকা বাইন্ডার্স, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

REVOLUTION : IN THE EYE OF ISLAM (Significance of Kalemai Towhid and Al Jihad) written by Principal Ashraf Faruqui—Published by Islamic Cultural Centre—Chittagong.

Price : Taka Seven and Paisa fifty only.

www.pathagar.com

আমার প্রথম উসতাজ মরহুম মাওলানা আমীর উদ্দিন আহমদ

ও

কোরআনুল করীমের প্রথম সবকদাত্রী

মরহুমা আলীমুন্নিসা বেগম

আব্বাজান ও আম্মাজীর

পবিত্র রুহের মাগফিরাত

কামনায়ঃ

অধমপুত্র

আশরাফ ফারুকী

শব-ই-মিরাজ, ২৭শে রজব

হিজরী ১৪০২ সাল

www.pathagar.com

০ লেখকের কথা—
০ বিপ্লব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে— ১
০ ইসলামী বিপ্লব ঃ অর্থনৈতিক রূপরেখা— ১৬
০ বিশ্ব সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানার তাৎপর্য— ২৩
০ মালিক আল্লাহ্‌ ঃ মানুষ আমানতদার মাত্র— ৩০
০ জাকাত সংগঠন ও সামাজিক নিরাপত্তা— ৩৫
০ ইসলামী বিপ্লবের প্রাণবস্তু ঃ চিরন্তন জিহাদ—৪১

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বিশ্বের দেশে দেশে আজ বিপ্লবের শ্লোগান। এই শ্লোগানের ধ্বনি-গুলো বিভিন্ন এলাকার মানুষকে সাময়িকভাবে কিছুটা শান্তি বা সুস্তি যে দেয়না তাও নয়। রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষ ধনতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, সাম্রাজ্যবাদের বজ্রনিগড়ে শৃংখলিত মানুষ জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে আজাদী হাসিল করে কিছুটা মুক্তির আশ্বাস পায়, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির শ্লোগান দিয়ে বহুদেশ মুক্তির সাময়িক সন্ধান পায়। রাজনৈতিক জুলুমে নিমজ্জিত মানুষ মানবাধিকারের শ্লোগান দিয়ে কিছুটা অধিকার অর্জন করে, অর্থনৈতিক বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মানুষ শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান তুলে খেটে খাওয়ার অধিকার লাভ করে, যুগে যুগে, দেশে দেশে, এই সমস্ত শ্লোগান উত্তোলনকারী এবং আওয়াজ বুলন্দ-কারীর দলই 'বিপ্লবী' খেতাবে বিভূষিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? জনগণের সমর্থন নিয়ে জনগণকে শ্লোগানের ধ্বনি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করে রাজনৈতিক শক্তি শিকারীর দল যখন ক্ষমতার মসনদ দখল করে তখন জনগণের তথাকথিত প্রতি-নিধিরা 'বিজয়ী' হয় এবং জনগণ নিঃশেষে পরাজয় বরণ করে।

www.pathagar.com

জনগণের সমর্থন নিয়েই পার্লামেন্টের সদস্যগণ এমন বাধ্যবাধকতা-হীন 'সার্বভৌম' ক্ষমতার অধিকারী হয়। এমন এক পবিত্রতা তাদের কাজের বৈধতার প্রতি আরোপ করা হয়, যা শুধু একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক আল্লাহ্‌র প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে। শতকরা ৫১টি ভোট পাওয়া প্রার্থী, শতকরা ৪৯ ভাগ নির্বাচকমণ্ডলীর আশা আকাংখাকে পদদলিত করার বৈধ অধিকার লাভ করে। শুধু তাই নয় —ভোট ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের প্রতিনিধিরাই সংখ্যা-গুরু নির্বাচক মণ্ডলীর মতামতকে বংগোপসাগরে বিসর্জন দেওয়ার নিরংকুশ অধিকার অর্জন করে। বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের মিথ্যে শ্লোগান তুলে দেশের ধুরন্ধর ধনিক শ্রেণী সৈরাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে জয়যুক্ত হয়। এই ধরণের তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে ভাওতাবাজি ভিন্ন কিছুই নয় বিশ্বের সকল দেশে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আজ এই প্রতারণা থেকে বিশ্বের মানুষকে রক্ষা করার জন্য জনগণের সত্যিকার পরামর্শ-ভিত্তিক শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা চিন্তে করতে হবে। এই পরামর্শ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রে কোন দল বা পার্লামেন্ট নিছক সংখ্যাগরিষ্ট ভোটেই সিদ্ধান্ত নেবেন না—সিদ্ধান্ত নিতে হবে সর্বকালীন কল্যাণের নীতি ও সার্বভৌম আইনের ভিত্তিতে। একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সার্বভৌম নীতির ভিত্তিতেই বিশ্বের মানুষের প্রকৃত আজাদী সুনিশ্চিত হতে পারে। একমাত্র 'নীতির' ভিত্তিতেও মানুষ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সার্থের উর্ধ্বে উঠে শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে। তাই ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি এবং জনগণই প্রকৃত বিপ্লবী। এই বিপ্লবী জনগণের—এই মর্দে মুমিন ও মুজাহিদদের সাফল্যজনক ভূমিকার মধ্যেই আগামী দিনের বিরাট গণবিপ্লবের সাফল্য নিহিত। তাই আগামী দীনের বিপ্লবী মুজাহিদদের উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী শ্লোগান অনেকটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ কথাও

www.pathagar.com

অনস্বীকার্য যে জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মানবতার সামগ্রিক মুক্তি পথের দুর্লঙ্ঘ প্রতিবন্ধক বৈ আর কিছু নয়। জাতীয়তাবাদের জাতীয় উন্নতির লক্ষ্য হাসিল করতে গিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে বিশ্বের মানুষকে পদদলিত, শৃংখলিত এবং নিষ্পেষিত করেছে। জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যেই এক দেশ অপর দেশকে লুণ্ঠন করে নিজের দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে মজবুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। গণতন্ত্রের পাদপীঠ বলে ঘোষিত কিংবা সর্বহারাদের বেহেশত বলে কথিত দেশগুলোও দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের বুভুক্ষু জনগণের মুখের গ্রাস লক্ষ লক্ষ টন গম আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দিতে কিংবা আধুনিক নমরুদের মহাঅগ্নিকুন্ডে জ্বালিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। দু'দুটো বিশ্ব মহাসমরের মূল হচ্ছে জাতীয়তাবাদের অভিশাপ।

বিশ্ব জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকতার শ্লোগান দেওয়া সত্ত্বেও সদস্যগুলোর জাতীয় স্বার্থরক্ষার অন্ধদৃষ্টিভংগির দরুনই মানবতাবাদী নীতির ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না।

বর্ণবাদী দস্যু ইসরাইল ইরাকের আনবিক চুল্লী ধ্বংস করে দিলে যুক্তরাষ্ট্র লোকদেখানো দুঃখ প্রকাশ করলেও তাকে পরবর্তীতে ইসরাইলে ব্যাপকতর সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার জাতীয় স্বার্থবোধ থেকেই এটা হচ্ছে।

রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী বলে নিজেকে জাহির করে এসেছে। জাতীয় স্বার্থ তাকে হাংগেরী, চুকোশ্লাভিয়া এবং ভিয়েৎনামে সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপ বজায় রাখতে বাধ্য করছে। শুধু তাই নয়, নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী রূপেও তাকে আফগানিস্তান জবর দখল করে রাখতে দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান গৃহহারা, পরদেশে মুহাজির ক্যাম্পে আশ্রয় প্রার্থী, মানবতার ক্রন্দন আজ জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর কণ্ঠকুহরে প্রবেশ পথ পাচ্ছে না। কেননা নিজের দেশের জনগণকেই যারা জীবন, জীবিকার অধিকার দিতে অসমর্থ তারা অপর দেশের অর্ধকোটি বাস্তুহারার জন্যে হাত বাড়াতে যাবে কোন দুঃখে?

www.pathagar.com

বীর আফগান মুজাহিদ বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে রাশিয়ার মতো পরাশক্তির সংগে জিহাদেরত তাদের সাহায্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিশ্চয়ই আসবে, আসছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে তৈল সমৃদ্ধ দেশগুলোর ভূমিকাও যথেষ্ট পরিমাণে বলিষ্ট নয়।

সংকীর্ণ জাতীয়তা ভিত্তিক মতবাদ নয় 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' ভিত্তিক ঈমানী আদর্শই বিশ্বের মানুষকে মানবতাবাদী দৃষ্টিভংগিতে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে।

ইউরোপ–আমেরিকার দেশ-বর্ণ-ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যে মানবতার দুশমন একথা আজ তার স্বরে ঘোষণা করার দিন এসেছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সমস্ত কিতাবী মতবাদ যে ভ্রান্ত একথাও বিশ্বের মনীষীবৃন্দের নিকট তুলে ধরার দায়িত্ব ইসলামী বিপ্লবের মুজাহিদ মনীষীবৃন্দের। একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ তার সীমার মধ্যে অপর রাষ্ট্র বা জাতির প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের আভ্যন্তরীন, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, বৈদেশিক ও যাবতীয় পার্থিব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, ততক্ষণ সে জাতি স্বাধীন—আজাদ।

কোন মিত্র বা অমিত্র রাষ্ট্র দ্বারা যদি ঐ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে সে আধিপত্যবাদের আওতাভুক্ত—তার স্বাধীনতা বিপন্ন। পুরো-পুরিভাবে বিদেশী জাতি বা রাষ্ট্র দ্বারা সে দেশের আভ্যন্তরীন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত হলে সেদেশ বা রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পরাধীন। শেষোক্ত উভয় অবস্থায় পূর্ণ আজাদীর জন্য সংগ্রাম চালানো মুসলিম বিপ্লবীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য—দ্বীনি কর্তব্য। এ কাজে জীবনপণ সংগ্রাম হচ্ছে ফরজে আইন-প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। এ থেকে কোন মোমিন নিজকে বিরত রাখতে পারে না।

এটি হচ্ছে মুসলিম জাতীয় চেতনার মর্মকথা। স্বাধীনতাহীন মুসলিম; সোনার পাথর বাটি। স্বাধীনতার জন্যে জিহাদ করেনা অথচ মুসলমান; এমনটি কখনো কল্পনাও করা যায়না।

www.pathagar.com

আলকোরআনে পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা হাসিলকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরন বলা হয়েছে। "আমি অবশ্যই মুসাকে পয়গম্বরীর চিহ্নসহ এই বলে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি যে, তুমি তোমার কওম বনিইসরাইলকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আন।" (সুরা ইব্রাহীম।)

ইসলামে জাতির স্বাধীনতাকে আল্লাহর শ্রেষ্ট নেয়ামত বলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জাতীয় সার্বভৌমত্বের যে শিক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতরা আমাদের দিয়েছেন, তাতে একটি জাতি, তার পার্লামেণ্ট, দলীয় একনায়কত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। একটি দেশে যখন দুর্ভিক্ষে, জলোচ্ছাসে, সাইক্লোনে, ঘূর্ণিঝড়ে, মহা-প্লাবনে, ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়, বিরাট বিরাট শহর ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়, বিস্তীর্ন এলাকার আবাদ ফসল বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা শক্তি-শালী দুশমন রাষ্ট্র যখন কোন দুর্বল দেশ দখল করে নেয়—তখন কোথায় থাকে দেশের সার্বভৌমত্ব? পণ্ডিতদের মনগড়া সার্বভৌমত্বের মতবাদকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অনৈক্যকেই চিরস্থায়ী করছি। সকল জাতি, সকল, দেশ, সকল অঞ্চল, সকল ভাষাভাষী, সকল বর্ণের মানুষের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার সমস্ত ধ্যানধারণাকে ঝানচাল করে দিচ্ছি।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শ্লোগাণদাতারা শুধু ঠোট দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে এ শ্লোগান উচ্চারন করেনা—এটা তাদের ঈমানী প্রত্যয়। তাই তারা এশ্লোগান মুখে উচ্চারন করে, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে এবং কাজের মধ্য দিয়ে তার রূপায়নে এগিয়ে যায়। এই শ্লোগান বিশ্বাসীরাই বিশ্বের সেরা বিপ্লবী।

এই সেরা বিপ্লবীরা দুনিয়াতে আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, সেমেটিক বা আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেনা, অনার্য দ্রাবিড় বা মোংগলীয়দের হীনত্ব ও স্বীকার করেনা, শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের হীনত্ব স্বীকার করেনা। দুনিয়ার

www.pathagar.com

যে কোন প্রান্তের কলেমার প্রত্যয়ে বিশ্বাসী মুসলিম এক সার্বজনীন ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়ে যায়।

তারা একদেশের বিজ্ঞান-সংস্কৃতিতে, শাসন ব্যবস্থায় ও অর্থসম্পদে অন্যদেশেরও অধিকার স্বীকার করেন। শিল্পেসমৃদ্ধ, অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ, তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে, তৈলের ভাণ্ডারে, সম্পদের ভান্ডারে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশসমূহের অধিকারের স্বীকৃতি অপেক্ষা অধিকতর বিপ্লবী মতবাদ আর কি হতে পারে? জাতীয় সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে যারা দুঃস্থ ও দুর্বল দেশের মানুষের অধিকারকে নস্যাৎ করে দিতে চায়—তাদের চেয়ে বিপ্লবের দুশমন আর কে হতে পারে? বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র—এই বিপ্লবী মতবাদের ভিত্তিতেই একমাত্র বিশ্বের সম্পদে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের 'হক' বা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বৈধতা পেতে পারে। বর্তমান বিশ্বের মনীষীরা বৈধভাবে বিশ্বসম্পদে বিশ্বমানবতার অধিকার স্বীকার করতে পারেন না—কেননা তারা মিথ্যে জাতীয় সার্বভৌমত্বের মতবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন।

বিশ্বমানবতার সেরা মুক্তিকামী কে? যিনি এই ভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় মতবাদ থেকে বিশ্ববাসীদের মুক্তির ডাক দিতে পারেন—তিনিই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিশ্বমানব একজাতি ঘোষণা করে আল্লাহ্‌কে সকল রাষ্ট্রের এবং সকল সম্পদ ও বস্তুর 'মালিক' ঘোষণা করে—সেই বিপ্লবেরই সূচনা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রতি বিপ্লবী রাষ্ট্রীয়-কর্মতৎপরতায় সে আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিশ্বমুসলিম সামন্ত-তান্ত্রিক এবং রাজতান্ত্রিক অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' চিরন্তন। আজকের মুসলিম বিশ্বে এই বিপ্লবের নিশান তুলে ধরার প্রচেষ্টা ভাস্বর হয়ে উঠ্‌ছে।

অতীতের বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন—"তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা, তোমরাই জয়ী হবে—যদি তোমরা মুমিন হও। আর সাহায্য তো আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই এসে যায়।" তারা আল্‌ কোরআনের এই আশ্বাস বাণীতেই বিশ্বাস করতেন বলেই বদর জেহাদে

www.pathagar.com

৩১৩ জন মুজাহিদ একহাজার কাফেরদের উপর জয়ী হয়েছিলো, ওহোদের যুদ্ধে তিনহাজার দুশমনের বিরুদ্ধে ৭০০ মুজাহিদ বাস্তবে জয়ী হয়েছিলো, খন্দকের যুদ্ধে মুজাহিদ ছিলেন তিনহাজার, ওদিকে দুশমন ছিলো বারো হাজার, মুতার যুদ্ধে মুসলিম ছিলেন তিন হাজার, সত্যের দুশমন ছিলো দশ হাজার, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদ ছিলো চল্লিশ হাজার-ইসলামী বিপ্লবের দুশমনরা ছিল দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার, কাদেরিয়ার যুদ্ধে মুজাহিদ ছিলেন আট হাজার, বিপ্লবের দুশমন ছিলো ষাট হাজার, স্পেন বিজয়ে মুসলিম ছিলেন সাত হাজার বিপ্লবের দুশমনরা ছিলো এক লক্ষ। সিন্ধু বিজয়ে মুসলিম ছিলেন ৬ হাজার বিপ্লবের প্রতিরোধকারী ছিল পঞ্চাশ হাজার, বংগ-বিজয়ে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো সতর জন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সংখ্যার কোন সীমা ছিলো না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী বিপ্লব চিরদিন জয়যুক্ত হয়ে এসেছে।

বর্তমান বিশ্বেও মার্কিন পরাশক্তির 'কিটিহক'কে পারস্যোপসাগরে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। আফগানিস্তানে রুশ পরাশক্তির পরাক্রম পর্যুদস্ত হতে চলেছে। জিহাদকারীর নৈতিক বলের সামনে বলদর্শী পরদেশ আক্রমনকারীর নিশ্চিত পরাজয় বর্তমান বিশ্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করবো—যদি আমরা ইসলামী বিপ্লবের 'মুজাহিদ' হওয়ার প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে জিহাদের সমরাংগনে নেমে পড়তে পারি।

মুসলিম মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওয়াদা সর্বকাল ও সর্বসময়ের জন্য। অতীতেও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, নারীদের মর্যদা প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, সুদের মুলোৎপাটনের জন্য, জাকাত সদকা বন্টনের জন্য, পুরুত, পাদ্রী ও পীরতন্ত্রের উৎখাতের জন্য মানুষ যে সর্বাত্মক জিহাদ করেছে তাতে যেমন আল্লাহ্‌র সাহায্য এসেছে, এখনো ইসলামী বিপ্লবের কামিয়াবীর জন্য চিরন্তন জিহাদে অবতীর্ণ পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানদের জন্য তেমনি সাহায্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী 'পুঁজিবাদ' নয়– নাস্তিক্যবাদী 'সমূহবাদ' নয় ভাওতাবাজি গণতন্ত্র নয়— আল্লাহ্‌র একত্বের মর্মমূলে মানবতার পূর্ণ সংহতি এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সার্বিক বিপ্লব সংসাধিত করা সম্ভব হবে।

এই বিপ্লবের সৈনিকদের কোরআনের ভাষায় ডাক দিয়ে যাই। "ওয়া কাতালূহুম হাত্তা লা তাকুনা ফেৎনাতুঁও, ওয়া ইয়াকুনা দ্দীনু কুল্লুহু লিল্লাহ্‌।"

'তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত ফেৎনা বা অনাচারের নিরসন ঘটে এবং সার্বভৌম আইনের অধিকার সামগ্রিক ভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত হয়।'

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র দ্বীন বা সার্বভৌম বিধান ছাড়া মনুষ্য সৃষ্ট সমস্ত মতবাদ 'ফেৎনা' বা অনাচার। তাই পৃথিবীর বুক থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ফেৎনার মূলোৎপাটন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখা দুনিয়ার প্রত্যেকটি এলাকা, অঞ্চল, দেশ ও রাষ্ট্রের মুসলমাদের জন্য ফরজ।

২২-৫-৮২

www.pathagar.com

বিপ্লব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে

বিপ্লব শব্দটি বাংলাভাষী জনমণ্ডলী প্রধানতঃ সশস্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থান মারফত রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনকে বুঝে থাকেন বলে মনে হয়। বিশ্বের দেশে দেশে যে সব বিপ্লবের ইতিহাসের সংগে আমরা পরিচিত, তা সবই অস্ত্র বলে সংঘটিত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবের শ্লোগান হিসেবে সাম্যমৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের কথা এসেছে। কিন্তু বিপ্লবোত্তর কালে তা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে—(যেমন ঃ ফরাসী বিপ্লব), কোথাও সর্বহারার বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা এসেছে, কিন্তু বিপ্লবোত্তর কালে তা একদলীয় স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে (যেমন ঃ রুশ বিপ্লব), কোথাও দুর্নীতি-প্রতিরোধ, জনকল্যাণ এবং স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিপ্লব সংগঠনের কথা এসেছে (উন্নয়নশীল দেশ সমূহ), বিপ্লবোত্তর কালে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিপ্লব কথাটির সংগে গণতান্ত্রিক চেতনা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচীর বিরোধী ধারণাই সুস্পষ্ট। আকস্মিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সংগে বিপ্লবের সংশ্লেষের দরুন 'বিপ্লব' গণতন্ত্র এবং নিয়মতন্ত্র বিরোধী রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশে (পাকিস্তান আমল থেকেই) বিপ্লবের সংগে সামরিক শাসনের একটি অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্বীকৃত হয়ে

www.pathagar.com

আসছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিপ্লব কথাটি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহা পরিবর্তনের ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসেবে 'বিপ্লব' কথাটির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অনাচার এবং অর্থনৈতিক, জুলুম থেকে মুক্তিলাভের একটি ব্যাপকতর তাৎপর্যও আমরা খুঁজে পেতে পারি।

বাংলাদেশের বাইরে রিভুলিউশন (Revolution) কথাটি ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কিংবা রাজতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক কিংবা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক কাঠামোর বদলে সমূহবাদী শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা বুঝানো হয়েছে।

ইউরোপে প্রযুক্তি ও কারিগরি অগ্রগতির অনুষঙ্গ হিসেবে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে। এসব দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা একটি প্রগতিশীল বিপ্লব হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

একটি কথা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, তাহচ্ছে এই যে দৃষ্টি-ভংগির ভিন্নতা থেকেই বিপ্লবের রূপ, কাঠামো ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা, এমন কি, পরস্পর বিরোধী ধারণা জন্ম নিয়েছে।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করা যাক। ইসলামের দৃষ্টিতে বিপ্লবের ধারণা কি? এ বিষয়ে আলোকপাত করবার আগে যে কথাটি অনিবার্যভাবে আমাদের মনকে দোলা দেয় তা হচ্ছে ইসলামে আদৌ বিপ্লব শব্দটির অর্থবাহী কোন প্রতিশব্দ রয়েছে কি? প্রচলিত অর্থে বিপ্লব, ইনকিলাব বা Revolution বলতে যা বুঝায়, অনুরূপ কোন শব্দ ইসলামী পরিভাষায় রয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি মনে করি ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বা জিহাদ বিপ্লবের চেয়েও ব্যাপকতর তাৎপর্য বহন করে।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত জীবনের আত্মিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক' সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট থেকে শুরু করে সমাজ-বদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তথা সমগ্র সমাজসত্তার সামগ্রিক সংকট ও সংঘাত উত্তরণের একটি সর্বাত্মক সংগ্রামী কর্মসূচীই তো ইসলাম। এ হিসেবে ইসলামই তো একটি 'বিপ্লব'। এক্ষেত্রে বিপ্লবের এক পরিপূর্ণ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বিপ্লব এখানে সংকীর্ণ অর্থে স্বৈরাচারী শাসন কিংবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন মাত্রই নয়, এক্ষেত্রে বিপ্লব পূর্ণ জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠার দিকদর্শন। এ হিসেবে বলা যায় একমাত্র ইসলামের পরি-কল্পিত কার্যক্রম রূপায়নের মধ্য দিয়েই পূর্ণ ও সামগ্রিক 'বিপ্লব' সংঘটিত হতে পারে। আলোচ্য নিবন্ধটিতে আমি প্রধানত এ বিষয়েই আলোকপাত করবো।

মানুষের প্রত্যয়ে বিপ্লব : অন্তর্বিপ্লব

ইসলাম মানুষকে একটি প্রত্যয়ে বলীয়ান করে তুলে। এই প্রত্যয় বা ইমানের মূল কথাটি হচ্ছে লাইলাহা ইলাল্লাহ—কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া। ইলাহ একটি সার্বভৌম সত্তা। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালন-কর্তা, রক্ষাকর্তা, আদেশ কর্তা—সর্বশক্তির আধার। ইলাহ সার্বভৌম আইনের উৎস, মানব প্রাণী ও বস্তু নিচয়ের 'মালিক'। এমনি একটি ইলাহকে মেনে নিলে মানুষ সর্ববন্ধন ও সর্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়। ব্যক্তি জীবনে বহু ইলাহর আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়। সমাজপতির মনগড়া বিধান, ধর্মধ্বজীর মনগড়া বিধান, শাসক শ্রেণীর জুলুম ও শোষণ মূলক বিধান থেকে মুক্ত হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের সব ইলাহ বা দেবতার সর্ব ভয় থেকে মুক্ত হয়। কারো আইনই তার উপর প্রযোজ্য হয় না, একমাত্র আল্লাহর আইন ছাড়া। কারোর কাছেই তাকে জবাবদিহী করতে হয় না, একমাত্র আল্লাহর নিকট ছাড়া। সর্ব-

www.pathagar.com

শ্রেণীর মানুষ, প্রাণী, শক্তি বা বস্তু– ইলাহর আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রত্যয়ে বলীয়ান মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা বা আজাদীর আস্বাদ লাভ করে। সে বিধান পায় একমাত্র 'রব ও মালিক' আল্লাহর নিকট থেকে। সে সেই বিধানের প্রয়োগকারী হয় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা 'খলিফা' হিসেবে। এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসীরা যে সমাজ গড়ে তুলে সে সমাজই 'শ্রেষ্ঠ সমাজ'। এই সমাজ একটি 'ভ্রাতৃসমাজ'। শ্রেণীহীন তথা মর্যাদা ও সম্পদের ভেদবৈষম্যহীন সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সাম্যবাদী সমাজ। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব—এ সমাজের শ্লোগান মাত্রই নয়—এ সমাজের অনুপ্রেরণার মূল প্রকৃতি। এই সমাজের প্রত্যয়কে বলা হয় তওহীদের প্রত্যয়—এই সমাজকে বলা হয় তওহীদী সমাজ।

তওহীদের বিপ্লবই পূর্ণাংগ বিপ্লব ঃ

তওহীদের বিপ্লবই পূর্ণাংগ বিপ্লব। এখানে প্রতিটি প্রত্যয়শীল মানুষ তার প্রত্যয়ের প্রতিশ্রুতি মাফিক সমাজগঠনের জন্য বদ্ধপরিকর। কোন লোকভয়, রাজভয় তাকে তার বিশ্বাস থেকে টলাতে পারে না। মানব-জাতির ইতিহাসের এক পর্যায়ে এমনি এক প্রত্যয়ের পয়গামবাহী নবী ইব্রাহিম (আঃ) সমাজশক্তি বা রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভয়লেশহীন চিত্তে সমুন্নিত হয়েছিলেন এক আল্লাহর সার্বভৌম আইন শিরোধার্য করার জন্যে। তাঁকে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো—তিনি টলেন নি। তাকে দেশান্তরী করা হয়েছিল–তিনি লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হন নি। এমনি প্রত্যয়ের পয়গাম-বাহী নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (দঃ) চরম নির্যাতন, নিপীড়নের মুখে দেশান্তরী হয়েছেন। তাঁর প্রত্যয়ে প্রত্যয়শীল সাথীরা মরুভূমির তপ্তরৌদ্রে পাথরচাপা পড়েও তওহীদী মন্ত্র ভুলেননি, পার্বত্য উপত্যকায় বন্দীজীবন যাপন করে ক্ষুধার জ্বালায় দিনের পর দিন গাছের ছাল ও পাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে দেশান্তর বরণ করেছেন। তওহীদত্যাগ করেন নি। সর্বশেষে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা বুকের

www.pathagar.com

রক্ত ঢেলে দিয়েছেন—শাহাদৎ বরণ করছেন। যে তওহীদ প্রত্যয়ের জন্যে বিশ্বনবী ও তাঁর ছাহাবীবৃন্দ এতো কোরবানী করেছেন—তা কিসের জন্যে? বিরুদ্ধবাদীদের সংগে আপোষ করলে তাঁরা নিরাপত্তা পেতেন, সম্মান পেতেন, সম্পদ পেতেন, ভোগের সামগ্রী পেতেন, রাজ্য হাসিল করতেন। তবে কিসের জন্যে এতো আত্মত্যাগ? এতো কোরবানী মানুষের ব্যক্তি ও সমাজীবনকে সর্ব অনাচার, জুলুম ও শোষণ মুক্ত করা, মানুষের স্বাধীনতাকে নিরংকুশ করা, মানুষের সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা, পরামর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকে প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করা, আল্লাহর সম্পদে সকলের ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সকল মানুষের জন্য জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা অর্জন এই সব মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্যই তওহীদ পন্থীরা সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাই তওহীদী বিপ্লবই পূর্ণাংগ বিপ্লব।

বিপ্লবের রাজনৈতিক রূপ ঃ

এক ইলাহ্‌কে রাষ্ট্রজীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তওহীদবাদী পরিবার প্রধান ইলাহ, গোত্রপতি ইলাহ, জাতি বা কওমী প্রধান ইলাহ তথা স্বৈরাচারী ডিক্টেটর রাষ্ট্রপতি ইলাহকে অস্বীকার করে। ইসলাম তওহীদী সমাজে মানুষের কল্যাণ বিধানের জন্য একমাত্র মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহর বিধানকেই সমাজ তথা রাষ্ট্রের বিধান হিসাবে স্বীকার করে। তওহীদ পন্থীরা যে কোন গোত্র, পরিবার, ভাষা, বর্ণ বা দেশের মানুষই হোন না কেন, পৃথিবীর সকল দেশ ও ভাষাভাষী মানুষ তাদের বলিষ্ট প্রত্যয়ের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়। গড়ে তুলে এক আন্তর্জাতিক মহাজাতি। এ মহাজাতি একটি ভাতৃজাতি।

আইনের সার্বভৌমত্ব ঃ

তওহীদবাদী সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহর বলে ঘোষণা করে। আইনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। তাঁর নির্দেশ এই যে

www.pathagar.com

তাঁর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য স্বীকার করো না। (সূরা ইউসুফ) এই জন্যেই তওহীদবাদীরা নিজের মধ্যথেকে প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচিত করেন, খলিফা আল্লাহ এবং রসূলের বিধানের আনুগত্য করেন। খলিফা কখনো স্বাধীনভাবে নিজস্ব আইন রচনা করার অধিকারী নন। তওহীদী সমাজে স্বৈরাচারের কোন স্থান নেই। তওহীদ বাদীদের খলিফা ঘোষণা করেন—'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও রসূলের (দঃ) আনুগত্য স্বীকার করি, ততক্ষণই তোমাদের আনুগত্য পেতে পারি। যতক্ষণ আমি ন্যায় পথে থাকি, আমাকে অনুসরণ কর, যখন আমি বিপথগামী হই, আমাকে সংশোধন কর।" (খলিফা আবুবকরের (রাঃ) প্রথম ভাষণ)। ইসলামে রাজতন্ত্র নেই, ডিক্টেটরশীপ নেই। মোল্লা-পুরুত ও যাজকতন্ত্র নেই। ইসলাম—পূর্ববর্তী সমাজের মানুষেরা তাদের পীর, দরবেশ, আলেমদেরকে রব বা বিধানদাতা, পালনকর্তা বানিয়েছে বলে ঘোষণা করেছে।

দরবেশ ও আলিমরা আল্লাহকে মা'বুদ বা পূজ্য ভাবতেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিক বিধান রচনার ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেন। সমাজ তাদের বিধানকে আল্লাহর বিধান কিনা এ প্রশ্ন না তুলেই নির্বিচারে মেনে নিতো। আর এই পথেই স্বার্থান্ধ ও স্বৈরাচারী যাজকতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো মানুষের সমাজে। শাসক, ধনিক ও অস্ত্রধারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যাজক, পুরোহিতরা মানুষের সার্বজনীন কল্যাণ বিরোধী বিধান জারি করতো। ইসলাম এই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

অন্যদিকে আইনের নিকট খলিফাকেও মস্তক অবনত করতে হত। আইনের শাসন কিভাবে তওহীদী সমাজে অবারিত ছিলো তার নমুনা পাই মদিনার প্রাথমিক ইসলামী সমাজে। খলিফা উমর (রা) একজন সাধারণ নাগরিকের আরজী মতো কাজীর সমন পেয়ে আদালতে হাজির

www.pathagar.com

হতে বাধ্য হন। খলিফা ওসমান (রাঃ) কুফার গভর্নরকে মদ্য পানের দায়ে বেত্রাঘাত করেন। আদালতে আইন মতো সাক্ষ্য উপস্থিত করতে না পারায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক হযরত আলীর (রাঃ) অস্ত্রচুরির মামলা খারিজ হয়ে যায়। অস্ত্রচোর ছিলো একজন ইহুদী। খলিফা উমর (রাঃ) সিরিয়ার গভর্নরকে প্রাসাদ ও তোরন নির্মাণের দায়ে মদিনা প্রান্তরে মেষচরানোর কাজে নিয়োজিত করেন। ইসলামী সমাজে শাসক ও শাসিতের জীবন মান ভিন্ন হতে পারবে না। সিরিয়ার গভর্নরের এই সাজাবরণ থেকে আমরা একথা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

বিপ্লবের অর্থনৈতিক রূপ :

ইসলাম ঘোষণা :করেছে—আসমান জমিন এবং এতদউভয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তওহীদের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে বিশ্ব সম্পদের 'মালিকানা' একমাত্র আল্লাহর। কোন মানুষের মালিকানা ইসলাম স্বীকার করে না। মানুষ শুধু শ্রমের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদের ভোগাধিকার পেতে পারে। তওহীদবাদী সমাজে তিনটি সূত্রে মানুষ সম্পদের অধিকার পেতে পারে। (ক) নিজের শ্রমদ্বারা অর্জিত সম্পদ (খ) শ্রমদ্বারা অর্জিত অন্যের সম্পদ থেকে দান সূত্রে (গ) শ্রমদ্বারা অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকার সূত্রে। তওহীদবাদী তথা বিপ্লববাদীদের সমাজে কোন রাজা-বাদশাহ বা জমিদার, ভূস্বামী জমিনের 'মালিক' নয়।

রসূল (দঃ) বলেন "মৃত জমিনে যে প্রাণ সঞ্চার করে জমি তার"। চাষী জমিনের দখলকারী—জমিনে শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদনের ফসল ভোগের অধিকারী। চাষীও জমিনের মালিক নয়। চাষীও জমি উৎপাদন সংক্রান্ত কারণ ছাড়া অনাবাদী ফেলে রাখতে পারবে না। তওহীদী বিপ্লববাদীদের 'খিলাফত' এমন অনাবাদী জমি বাজেয়াফত করে

www.pathagar.com

এবং প্রকৃত চাষীকে দিয়ে দেয়। ইসলামী ভূমিনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার দরুনই একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলিম লিখতে পারেন যে 'কেউ যদি ন্যায় সংগত পন্থায় মাইলের পর মাইল এলাকার জমি নিজ দখলে আনতে পারে তা হলে তার মালিকানার বৈধতায় কোন সরকার প্রশ্ন তুলতে পারবে না।' আর তারই পদাংক অনুযায়ী মশহুর আলিমরা অনুরূপ মন্তব্য যত্রতত্র করে বেড়ান এবং প্রকৃত পক্ষে ইসলামের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকাতেই এরা এমন আনাড়ীর মতো কথা বলে সমাজতান্ত্রিকদের দৃষ্টিতে ইসলামকে হেয় করে তুলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী পরিবেশ সংগত পন্থায় 'মাইলের পর মাইল হাজার হাজার একর জমি' কেউই নিজ দখলে কখনোও আনতে পারবে না। বাদশাহও সুলতানদের স্বেচ্ছাচারী দান বা সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠির অনুকম্পা ভিন্ন এরূপ হওয়া অসম্ভব। একমাত্র ইসলাম বিরোধী জায়গীরদারী ব্যবস্থাতেই এটা সম্ভব হতে পারে। হজরত উমরের (রাঃ) জামানায় সৈনিকরা নতুন ইসলামী এলাকায় জমির অধিকার পাবে কিনা এ প্রশ্নের ফয়সালায় সমগ্র ইসলামী মিল্লাতের সকল প্রান্তের গণপ্রতিনিধিদের পরামর্শ সভায় সৈনিকের অধিকার অস্বীকৃত এবং স্থানীয় চাষীদের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইসলামী সমাজে অর্থসম্পদ, শিল্প-কারখানার কেউ মালিক নয়। সম্পদে আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করার পর উৎপাদনযন্ত্র যার হাতেই থাকুক না কেন তাকে শুধু আমানতদার বা ব্যবস্থাপক বলে স্বীকার করা হবে। ব্যক্তি ব্যবস্থাপনাই হোক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাই হোক—দক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়াই ইসলামী সমাজে স্বীকৃতি পায়। ব্যক্তির শ্রমোপার্জ্জিত সম্পদেও বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়। আল্লাহর বিধান "তাদের (ধনিকদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনগনের 'হক', রয়েছে।" এই 'হক' নিঃসন্দেহে ভিক্ষা নয়। মৃত পিতার সম্পদে

www.pathagar.com

পুত্রের যেমন 'হক', ধনিকের সম্পদে অভাবী জনগনের 'হক'ও তেমনি। এটি ন্যায্য পাওনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধনিকের সম্পদে গরীবের 'হক' কি পরিমাণ রয়েছে তা কি ভাবে নির্ধারিত হবে?

রসুল (দঃ) বলেন ঃ জাকাত ছাড়াও তাদের সম্পদে গরীবদের 'হক' রয়েছে। কোরআনের একটি বিধান থেকে এই হকের পরিমাণ নির্ধারন করা যায়। আল-কোরআন বলছে ঃ '(হে রসুল) আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় কি পরিমাণ দান করবো? আপনি বলে দিন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু'। কোরআনে ঘোষিত 'আফওয়া' মানে উদবৃত্ত সম্পদ। প্রতিটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে। এই হচ্ছে তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তাই হচ্ছে 'আফওয়া' উদবৃত্ত সম্পদ। কোরআনী বিধান মতে এগুলো অভাবী জনগণের 'হক' বা ন্যায্য পাওনা।

সঞ্চয় ঃ

ইসলামী সমাজে উদবৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় রচনা করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নি। মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, সম্পদ পাচার, একচ্ছত্র বাজার রচনা, এমনি ধরনের দুর্নীতিমূলক পন্হায় উপার্জিত অর্থে তো কারোর অধিকার স্বীকৃত নয়ই। বছর বছর উদবৃত্ত সম্পদ জমিয়ে অভাব গ্রস্থকে বঞ্চিত করে যারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তাদের মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে সম্পদের 'মালিক' হওয়ার মনোবৃত্তি। এ মনোবৃত্তি থেকেই আল্লাহ-মালিকের সংগে ব্যক্তি নিজেকে অংশীদার মনে করতে শিখে। এটা গোপন শিরক নয়—প্রকাশ্য শিরক। যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, লজ্জা-নিবারনের কাপড়—অভাবে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে, আর বাসস্থানের অভাবে পথে ঘাটে, গাছতলে, অন্যের বাড়ীর আংগিনায়, ধনিকের প্রাসাদ

www.pathagar.com

বারান্দায়, অফিস-সিঁড়িতে, রেল-ষ্টীমার-ষ্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তখনও যারা নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দুর্গত ভাইদের জন্য দিতে প্রস্তুত হয় না, তখন পরিস্কার হয়ে উঠে যে এ মানুষের মধ্যে কারুণের চরিত্র ফুটে উঠেছে। এর কারণ, হচ্ছে সে আল্লাকে সম্পদের মালিক বলে অস্বীকার করেছে কিংবা আল্লাহ ও 'মালিক' আমিও 'মালিক' বলে মনে করেছে। এটাই হচ্ছে শেরক।

আল-কোরআন হুশিয়ারবানী উচ্চারণ করছে :

"লিল্লাজী জামায়া মালাও ওয়াদ্দাদাহ, ইয়াহছাব, আন্না মালাহ, আখলাদাহ, কাল্লা লাইয়াম বাজান্না ফিল হুতামা।" তাদের উপর অভিসম্পাত হোক যারা অর্থ সঞ্চয় করে, হিসাব করে এবং ভাবে যে এটা তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে—নিশ্চয়ই না, এটা তাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখায় দগ্ধীভূত করবে।" বিপ্লবী আবুজর (রাঃ) তিন বেলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য বায়তুলমালে জমা দেওয়ার জন্যে জনগনকে আবেদন জানাতেন।

রসুলে করিমের (দঃ) জীবনে সঞ্চয় বিরোধী মনোভাব কিভাবে কার্যকরী হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমান হচ্ছে তার ইন্তেকালের রাত্রে তাঁর ঘরে বাতি জ্বালানোর জন্যে তেল কেনার পয়সাটি পর্যন্ত ছিলো না। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পত্নী হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট থেকে মাত্র কয়েকটি দেরহাম দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েছেন। খলিফা উমর (রাঃ) শাহাদাতের আগে বায়তুল-মালের সব সম্পদ বন্টনের নির্দেশ দেন—যেন জনগনের সম্পদ সঞ্চিত রেখে আল্লাহর কাছে তাঁকে জবাবদিহী করতে না হয়।

এমনি ভাবে ইসলামী বিপ্লববাদীদের কার্যক্রমে এমন একটি অর্থ-নৈতিক সমাজের রূপ ফুটে উঠে যেখানে প্রতিটি মানুষ তার অভাব

www.pathagar.com

পুরনের গ্যারান্টি পায়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই দেখা যায় সমগ্র আরব দেশে শুধু জাকাত দেওয়ার লোকই রয়েছে, জাকাত নেওয়ার লোক নেই। এটা কিসসাকাহিনী নয়—বাস্তব সত্য—রূঢ় কঠিন ইতিহাস।

বিশ্ব সম্পদে আল্লাহর মালিকানা স্বীকারকারী তওহীদ পন্থীদের সমাজে একসমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের উদবৃত্ত সম্পদে অপর অভাবগ্রস্ত বা উন্নয়নশীল দেশের জনগনের 'হক' স্বীকৃত। এমনিভাবেই নতুন বিপ্লবীরা আল্লাহর মালিকানার ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের জনগণের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক দিকদর্শনের জন্ম দেয়।

নতুন অর্থনীতি নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের অভিশাপ মুক্ত। কেননা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের একটি শক্তি হিসেবে পুঁজিপতি তার অংশ হিসাবে পায় সুদ বা রিবা। ইসলাম এই রিবাকে নিষিদ্ধ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিকেই ধ্বসিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর মালিকানা ভিত্তিক সমাজে আল্লাহর রবুবিয়াতের নীতিতে প্রতিটি মানুষ তার জীবিকার গ্যারান্টি অর্জন করে। আল্লাহ 'রব'—প্রতিপালক। তার পালননীতি প্রকৃতিতে কার্যকরী রয়েছে বলেই একটি পিঁপীলিকা তার প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় একটি হস্তী তার প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়। পর্বতকন্দর কিংবা সাগরতলার কীটানুকীটও তার প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়না। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ তার প্রয়োজনীয় জীবিকা পায় না কেন? কারণ অভাবগ্রস্তের 'হক' স্বার্থান্ধ ধনিক আত্মসাৎ করে। তাই ধনিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি বা দস্যুতাবৃত্তির দ্বারা অর্জিত সম্পদের সমতুল্য। নতুন বিপ্লবীদের সমাজে এই লুন্ঠনকারীদেরসম্পদ এর প্রকৃত পাওনাদারদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার কার্যক্রম গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লব ঃ

ইসলাম মানুষের মধ্যে কলেমার যে প্রত্যয় বা ঈমান সৃষ্টি করতে চেয়েছে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজে তার অতি ক্ষীন অস্তিত্বই আমরা লক্ষ্য করি। ব্যক্তি জীবনে বলিষ্ঠ প্রত্যয় সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ গড়ে তোলাই তওহীদের লক্ষ্য। তেমনি তওহীদকে স্বীকার করে যে সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠে সেখানেও সর্ববিধ অন্যায় জুলুম, লুণ্ঠন, শোষনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যায় ও শোষণের প্রতিরোধই ইসলামী কর্মযোগের মূলকথা। যে ঈমান মানুষের মধ্যে কর্মধারা সৃষ্টি করতে পারেনা তা আসলে ঈমানই নয়। ঠিক এই পটভূমিতেই বলা যায় ঈমান–হীন আমল যেমন আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না, আমলহীন ইমানও তেমনি নিষ্ফল। আসলে এ অবস্থা চূড়ান্ত ভণ্ডামী বা মুনাফেকী ভিন্ন কিছুই নয়। খুব স্বাভাবিক ভাবে এ প্রশ্ন উঠে যে তওহীদের ভিত্তিতে যে শ্রেণীহীন, শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা প্রতিষ্ঠার উপায় কি ?

জিহাদ কার্যক্রম ঃ

বিশ্বনবী (দঃ) এ ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী পেশ করেছেন। তিনি ব্যক্তিমানুষকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও মনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। যে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌম আইনকে জীবন্ত করে তুলেছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত চিত্ত হয়েছে, নিজের বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহর অভিপ্রায় মুতাবেক নিয়ন্ত্রিত করেছে, নিজের ষড়-রিপুর সংগে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে, নিজের স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা

www.pathagar.com

পরাস্ত করেছে, সদবৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধন করেছে, মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনকে জীবনের মহত্তর আদর্শ হিসেবে গ্রহন করেছে—সেই মানুষ সমাজ জীবনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। রসুলে করিম (দঃ) এই ধরনের মোজাহিদ-বাহিনী তৈরী করেছিলেন বলেই মদীনায় তওহীদী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করতে পেরেছিলেন।

বিশ্বনবীর (দঃ) সমগ্র জীবনকে অনুসরণ করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রপত্তনই দ্বীন ইসলামের চুড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি এই চুড়ান্ত লক্ষ্যে পেঁাছার জন্যে প্রত্যয়শীল মুমেন-দেরকে বীর মুজাহিদ রূপে গড়ে তুলেছেন। সুতরাং জিহাদই হচ্ছে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম পন্থীদের মধ্যে জেহাদী প্রেরণা সৃষ্টি এবং জেহাদের শ্রেষ্ঠ কর্মে আত্মনিয়োজিত থাকার জন্য প্রস্তুত করা এটাই ছিলো রসুলের (দঃ) পরিগৃহীত কর্মনীতির মর্মবস্তু। সুতরাং জিহাদ, নিরন্তর জিহাদ, অব্যাহত জিহাদই হচ্ছে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল। সমস্ত ঈমান, সমস্ত আমল, জিহাদরূপী পরশমনির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে উঠে। আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার, কামিয়াব করার, জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করার সাধনাই জিহাদ। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ স্বীকার করার সংগে সংগে এই জিহাদের সূত্রপাত। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে রাষ্ট্র জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে সর্বত্রই এই জিহাদে লিপ্ত থাকতে বাধ্য। তাই তওহীদ পন্থী মাত্রই জিহাদী।

বর্তমান মুসলিম সমাজের অবস্থান এই পটভূমিতে ইসলামের প্রাণ-বস্তু থেকে বহুদূরে। বিংশশতাব্দীর এই শেষ পদে যারা ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবেন, তাদেরকে পরিপূর্ণ সৈনিক হবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বিপ্লবকে যদি কোন পরিভাষা দিয়ে বুঝাতে হয়, তাহলে একমাত্র জেহাদ শব্দ দ্বারা বুঝানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

সৈনিকরা নিজেদের যশঃ, মান, সম্পদ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদে অংশগ্রহণ করেন না। জেহাদ তাঁদের নিকট দুর্গম পথের অভিযাত্রা। কুসুমাস্তীর্ণ নয় মুজাহিদের পথ। আল্লাহর 'উলুহিয়ত'কে, আল্লাহর মালিকানাকে, আল্লাহর রবুবিয়তকে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য।

এ জন্যে সে বিশ্বের সকল ইলাহর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে, পীর পুরুত মোল্লার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শাসক ও সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ন্যায় ও ইনসাফ বিরোধী সমস্ত মতবাদ বা ফেৎনার বিরুদ্ধে সে সংগ্রামরত হয়। বিশ্বের প্রচলিত সমস্ত মতবাদ বা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আদর্শ-গুলো আজ বিশ্বের কোন না কোন রাষ্ট্রে গৃহীত হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি স্তম্ভগুলো সেই রাষ্ট্রের সরকারের পেছনে রয়েছে। যেমন, পুঁজিবাদী সরকারের পেছনে রয়েছে সুদখোর—মহাজন, রাজা জমিদার, যাজক-মোহন্ত, সিনেমা মালিক, ব্যাংকের মালিক, সম্পদের মালিক, লম্পট, জুয়াড়ী, কালোবাজারী, মদ্যপ, মওজুদদার, হাইজ্যাকার, দুর্নীতিপরায়ন আমলা, ব্যবসায়ী কারখানা-মালিক। সর্বোপরি পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিপুল অস্ত্রসম্ভার। তেমনি নাস্তিক্য সমাজবাদী বা সমূহবাদী রাষ্ট্র বা সরকারের পেছনে রয়েছে পার্টি, সেনাবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার। এমনি ধরণের বিরুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র সরকারে মুকাবিলায় নতুন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সৈনিককে কতখানি দৃঢ় মনোবল ও দুর্জয় চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ইসলামী বিপ্লব শ্লোগান মাত্র নয়—এর জন্যে নিরন্তর জেহাদ পরিচালনা ভিন্ন এ বিপ্লব সফল করা সম্ভব হবে না। এই বিপ্লবে কারা সামিল রয়েছেন, সেটা আল্লাহ নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে নেবেন। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে শাহা-দত বরণ করা প্রত্যেকটি বিপ্লবী মুজাহিদের কাম্য। নিজের জীবন দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, আল্লাহর পথে আমৃত্যু সংগ্রাম সাধনা—এই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে বিপ্লবী মুজাহিদের ধর্ম। এই ধর্ম পালন করা ভিন্ন কোন

www.pathagar.com

প্রকৃত ধর্ম নেই। এই দ্বীন ভিন্ন কোন দ্বীন নেই। এই দ্বীনই মানুষের স্বভাবধর্ম—ফেৎরত। এই ফেৎরতের ধর্ম বা প্রকৃতিগত ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় তাই পূর্ণাংগ বিপ্লব। এই বিপ্লবের ডাকই আল কোরআন দিয়েছে :

"তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না সমস্ত অনাচারের নিরষণ ঘটে এবং সার্বভৌম আইনের অধিকার একমাত্র আল্লাহর উপর ন্যাস্ত হয়।"

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লব ঃ অর্থনৈতিক রূপরেখা

মানুষ তার জীবনের জন্যে সমাজের জন্যে যে নীতি বা নিয়মের অনুশীলন বা অনুসরণ করে তাকেই আমরা জীবন-ব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থা বলে থাকি। এই জীবন-ব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থা একটি মাত্র হলে ভালো ছিলো, কিন্তু দেশে দেশে, কালে কালে বিভিন্ন জীবন-ব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থা বহাল হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র জীবন-ব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থা কখনো চালু হতে দেখা যায়নি। কেননা মানুষের সামাজিক চেতনা কখনো দেশ বা জাতি-চেতনার উর্ধে বিশ্ব-চৈতন্যের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হতে পারেনি।

আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর আগে মানুষ পারিবারিক বা গোত্রগত স্বার্থের মধ্যেই মুক্তি নিহিত বলে মনে করতো। পরিবার বা গোত্রের সম্মানের জন্যে মানুষ 'প্রাণ' নিয়ে বাজি খেলতে প্রস্তুত ছিলো। আর তার জন্যেই বংশানুক্রমিক ঝগড়া, ফ্যাসাদ, কলহ, কোন্দল বা যুদ্ধ-বিগ্রহ সাধারণ ব্যাপার বলে পরিগণিত ছিলো। এ ক্ষেত্রে সত্য বা অসত্য, ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ বলে কোন মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা স্থান পেতো না। আমার পরিবার, গোত্র বা বংশের একজনের সংগে অপর পরিবার বা বংশের কোন একজনের ঝগড়া রয়েছে, কাজেই আমরা সকলেই অন্য গোত্রের সংগে ঝগড়া করবো। মোটামুটি গোত্র বা গোষ্ঠী-চেতনার রূপ তখন এই ধরনেরই ছিলো। কোন আদর্শিক-প্রেরণা এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশাই করা চলতো না।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালে একই অবস্থা নজরে পড়ে। সভ্যতাগর্বী রোমক, ইরান বা ভারতের অবস্থা ছিলো খুবই সঙ্গীন। আরব ছিলো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চেতনার মধ্যমণি। সে দেশ ছিল 'গোত্রীয়' যুদ্ধ-বিগ্রহে রক্তস্নাত। রাজনীতিতে গোত্র-পুজো, ধর্মে পুতুল ও পুতুল পুজারী-পুজো, সমাজনীতিতে মনিব পুজো, অর্থনীতিতে সম্পদ-পুজো– এই ছিলো আরবের পরিচয়।

এই সময়ে আরবে এলেন এক মহামানব। নাম তাঁর মুহম্মদ (দঃ)। তিনি ঘোষণা করলেন—'আল্লাহ এক। মানুষ তাঁর বান্দা। তাই মানুষ মানুষের ভাই। কেউ কারো মনিব নয়, কেউ কারো দাস নয়।' গোত্র পুজোর দেশে, পুতুল পুজোর দেশে, মনিব-পুজোর দেশে–অর্থ-পুজোর দেশে সব পুজো তুলে দেওয়ার কথা অভিনব। মুহম্মদ (দঃ) সেই অভিনব কথা বললেন—'সব পুজো তুলে দাও–এক আল্লাহর বন্দেগী কর। সব বিধান তুলে দাও–এক আল্লাহর বিধান জারি কর। সব মনিব খতম কর—শুধু আল্লাহকেই মনিব কর।'

আরবের মনিবরা ক্ষেপে গেল। মুহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের ঘরছাড়া করলো—তাতেও সন্তুষ্ট হলো না। দুনিয়া ছাড়া করার জন্যে লড়াই করলো প্রাণপণ। কিন্তু ঘরছাড়া ছন্নছাড়ার দল টিকে রইলো–মিথ্যে মনিবের দল উৎখাত হলো। মুহম্মদ (দঃ) ঘোষণা করলেন–'লাহু মুলকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরজ।' আসমান-জমিনের 'মালিকানা' শুধু এক আল্লাহর।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে যারা দুনিয়া থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিলো তাদের 'মালিকানাই' উৎখাত হয়ে গেলো চিরতরে। এতদিন তারা সুদ খেয়ে, ঘুষ খেয়ে, ভেজাল দিয়ে, ওজনে কম দিয়ে যে সম্পদের পাহাড় গড়ে ছিলো, বিপ্লবী মোহম্মদ (দঃ) তার মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

www.pathagar.com

তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 'ধনিকের সম্পদে সর্বহারা বঞ্চিত জনগণের 'হক' রয়েছে (আল কোরআন)।' তিনি বললেন—'ধনীদের বাড়তি ধন নাও, আর গরীবদের মধ্যে বিতরণ কর (আল হাদীস)।' মানুষের মনিব আল্লাহ বলেন—'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি পরিমাণ দান করবো—হে নবী, আপনি বলে দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু (বাকারা ঃ আল কোরআন)।' মনিব 'রব' বলেন 'প্রাপ্য দিয়ে দাও নিকট আত্মীয়দের, সর্বহারা এবং অভাবী পথিকদেরকেও (বনি ইসরাইল ঃ আল কোরআন)।' মানুষের একমাত্র 'রব' ফরমান জারি করেন—'ধন যেন ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় (আল কোরআন)।' মুহম্মদ (দঃ) আরবে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তাতে সর্বকালের জন্য 'পুঁজার' মালিক আর জমির মালিকরা খারিজ হয়ে গেলো। পুঁজার মালিক কেউ নেই জমির মালিক কেউ নেই। মালিক এক আল্লাহ—মানুষ পাবে শুধু ভোগের অধিকার। এ অধিকারও সে পাবে শুধু মেহনতের বিনিময়ে —লাইসা লিল ইনসানে ইল্লামা সায়া—শ্রমের অতিরিক্ত মানুষের পাওয়া নেই। শ্রমের বিনিময়ে হালাল রুজি-রোজগার করে তবেই ভোগ করতে পারবে। আর এই হালাল রুজিতেই স্বীকার করতে হবে সর্বহারা জনগণের হক।

আল্লাহর নির্দেশ ঃ

'তোমরা যে পবিত্র ধন সম্পদ উপার্জন করছো, জমি থেকে আমি যে ফসল তোমাদেরকে দান করেছি, সে সবথেকে তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর।' মুহম্মদ (দঃ) বলেন ঃ 'মৃত জীবনে যে প্রাণ সঞ্চার করে, জমি তার।' 'লাংগল যার জমি তার'—এ নীতি কমিউনিষ্টদের নয়—সোসালিষ্টদের নয়—এ নীতি মুসলিমদের। একমাত্র ইসলামই চাষীদের জমিতে অধিকার দিয়েছে। কমিউনিজম বরং এ 'অধিকার' পয়মাল করেছে—রাষ্ট্রকেই একমাত্র জমির মালিক বানিয়েছে।

www.pathagar.com

একমাত্র আল্লাহই 'রব' :

বিশ্ব সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ। দুনিয়ার মানুষ এই সম্পদের সমান ভোগদখলের অধিকারী। হজরত মুহম্মদ (দঃ) যখন দুনিয়ায় আসেন তখন বিশ্বের সম্পদ রাজা, বাদশাহ, শাহানশাহ, আমীর, ওমরাহ, জমিদার, সামন্ত, ভূস্বামী, বণিক-সওদাগর, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মযাজক ও গীর্জা মন্দিরের সেবায়েতদের মধ্যে পুঞ্জিভূত ছিলো। মুহম্মদ (দঃ) এই সবধরনের মালিকদের মালিকানা অস্বীকার করলেন। 'আসমান জমিনের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুসম্পদ একমাত্র আল্লাহর।' এই ঘোষণার বৈপ্লবিক তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহই বিশ্বসম্পদের একচ্ছত্র অধিপতি। আল্লাহর বান্দাদের এই সম্পদে মেহনতের বদলায় ভোগদখলের অধিকার রয়েছে। রোম ও ইরানের শাহানশাহদের শাহী তখ্‌ত ধ্বসে পড়লো আল্লাহর মালিকানা প্রতিষ্ঠাকামী তৌহিদী সেনাদের বজ্র হুংকারে। দাস ও ভূমিদাসদের মুক্তিমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটালো। সামাজিক মনিব, অর্থনৈতিক মনিব, রাজনৈতিক মনিব, ও ধর্মীয় যাজক-পুরোহিত মনিবদের প্রভুত্বের অবসান ঘটলো—এক আল্লাহর 'রবুবিয়ত বা প্রতিপালনবাদ কায়েম হলো। আল্লাহ ছাড়া কেহ প্রভু নেই—কেউ নেই প্রতিপালনের প্রভু' রুটিরুজির মনিব কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহই রব—পালনকর্তা। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর এই মতবাদ পৃথিবীর সকল দেশের গোলাম মানুষদের আজাদমানুষে রূপান্তরিত করলো। আজাদ মানুষরা বিদ্রোহ করলো রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সম্মিলিত আঁতাতের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর দেশে দেশে ভেঙ্গে পরলো শাহীতন্ত্র, পুরুততন্ত্র ও আমীরাত।

রবুবিয়ত :

আল্লাহর রবুবিয়ত বা প্রতিপালনের নীতি কায়েম হলো অর্ধপৃথিবী জুড়ে। যে নীতিতে একটি পিঁপড়ে তার অল্প খাদ্য পেয়ে জান বাঁচায়,

www.pathagar.com

একটি মস্তবড়ো হাতী তার বিপুল খাদ্য পেয়ে তৃপ্ত হয়। আল্লাহর রবুবিয়তের নীতিতে কেউ বঞ্চিত হয় না। এই নীতিতেই পাহাড় পর্বতের গুহাবাসী কীটানুকীট খাদ্য পায়, সমুদ্রের অতলতলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জীব খাদ্য পায়। এই রবুবিয়ত এমনি সার্বজনীন নীতি যে, এ নীতি জীবজগতের সর্বত্র অব্যাহতভাবে অনুসৃত হচ্ছে। আল্লাহর রবুবিয়তকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তার রহমানিয়ত (করুণা) বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ করুণাবশে জীবের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তার রহিমিয়ত (দয়াগুণ) প্রকাশ পাচ্ছে জীবের জন্মের পূর্বেই তার খাদ্য সংস্থানের নীতির মধ্যে। শিশুর খাদ্যের সংস্থানের জন্যে মায়ের স্তনে দুধের ব্যবস্থা আল্লাহর রহিমিয়ত গুণের বহিঃপ্রকাশ। এ জন্যেই দেখি একটি কাঠবিড়ালীর বাচ্চা জন্মের পর তার মাতৃস্তনের সন্ধান করছে, নিজের অজ্ঞাতসারে সে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের জোগানের জন্যে মৃদু মৃদু আঘাত দিচ্ছে ছোট্ট মাথা দিয়ে, আবার চুষে চুষে দুধ বের করে নিচ্ছে, একটু একটু করে দুধ গলাধঃকরণ করে নিচ্ছে। এই যে প্রক্রিয়া—খাদ্যসংস্থান, জোগান, সংগ্রহ ও ভোগের এই যে পদ্ধতি—এই পদ্ধতি আল্লাহর রবুবানী নীতির অন্তর্ভুক্ত। এরই নাম রবুবিয়ত। এই রবুবিয়তকে স্বীকার করে আল্লাহর রবুবানী নীতিকে মেনে নিয়ে মানুষের সমাজে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয় তাই রব্বানী-সমাজ কাঠামো। যাবতীয় কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজ কাঠামো হচ্ছে 'নফসানী' সমাজ—আল্লাহর নীতিভিত্তিক সমাজ হচ্ছে রব্বানী সমাজ। আল্লাহর দুনিয়ায় একটি ক্ষুদ্র কীটানুকীটেরও খাদ্যাভাব নেই। কিন্তু আল্লাহর সেরা সৃষ্টি, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ জাতি খাদ্যাভাবে মরে। তার বুনিয়াদী প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সংস্থান হয় না। কেন? কেন? কেন?

নফসানী বা স্বার্থসর্বস্ব মতবাদ ঃ

এর একটিমাত্র জবাব—তা হচ্ছে মানুষ তার সমাজে আল্লাহর নীতিকে

www.pathagar.com

কার্যকরী হতে দেয় না। আল্লাহর রব্বানী নীতি ধ্বংস করে মানুষ নফসানী নীতি বা স্বার্থপরতার নীতিকে কার্যকর করেছে। নিজেদের ব্যক্তিগত, দলগত, গোত্রগত, বংশগত, দেশগত স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রপত্তন করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তারা সংকীর্ণ স্বার্থবোধ থেকে আইন বিধান রচনা করেছে। এমনি একটি আইন হচ্ছে সম্পদে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা। সমাজে ব্যক্তি মালিকানা থেকেই পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা। এক শ্রেণীর ধনের মালিক সমাজের অর্থ পুঞ্জিভূত করে দেশের গোটা উৎপাদন যন্ত্রটাই নিজেদের কুক্ষিগত করে। এতে করে জমিজিরাত, মিল-কারখানার মালিক তারাই বনে বসে। এরই ফলশ্রুতিতে দেশের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত, সর্ব-হারা, ভূমিদাস, ভূমিহীন চাষী কিংবা কারখানায় খেটে-খাওয়া দিন-মজুরে পর্যবসিত হয়। ধন বৈষম্যের সূত্রপাত এ থেকেই। এক শ্রেণীর মানুষ ধনের পাহাড় জমায়, অন্যশ্রেণীর মানুষের জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানোর অবলম্বনও থাকে না। পরনির্ভরশীল এই শ্রেণী শোষণ ও জুলুমের স্থায়ী শিকারে পরিণত হয়। এই জুলুমমূলক সমাজই পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজের রাষ্ট্রীয় কাঠামোই সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়ে বিশ্বের জাতিতে সংঘাত ও যুদ্ধ সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি তাই সাম্রাজ্যবাদ।

ইসলাম এই স্বার্থসর্বস্ব, জুলুমমূলক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে বিশ্ব সম্পদে একমাত্র আল্লাহর মালিকানা ঘোষণা করেছে। কোন ব্যক্তি মালিক নয়, কোন রাষ্ট্র মালিক নয়, গোটা সমাজের সম্পদে প্রতিটি মানুষের 'হক' রয়েছে। আর গোটা পৃথিবীর সম্পদে দরিদ্র দেশের 'হক' রয়েছে। ইসলাম তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যের বিরোধী, ইসলাম তাই অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্যের বিরোধী, ইসলাম তাই দেশে দেশে বৈষম্যের বিরোধী। ইসলামের লক্ষ্য সার্ব-জনীন ভ্রাতৃসমাজ—যে সমাজে প্রতিটি মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালক শক্তির। এই রাষ্ট্রচালক শক্তিকে

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পদ্ধতি বা সরকার নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলামী বা রাষ্ট্র খিলাফত তাই কোন ব্যক্তি মানুষের মালিকানা স্বীকার করে না, রাষ্ট্রও সম্পদের মালিক বনে যায় না। মানুষ ও মানুষের সরকার এখানে অর্থ বা সম্পদের আমানত-দার মাত্র।

মালিকানার তাৎপর্য :

মালিকানা বা ওনারশিপ কথাটির তাৎপর্য অনুধারণ করা দরকার। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর বিপ্লবের অনুসারী বলে দাবীদার কোন কোন মহল মনে করেন যে ইসলামে মানুষের মালিকানা অস্বীকার করা হয়নি। তাদের যুক্তি হলো যেহেতু মানুষের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মিরাস বন্টন ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে, সেহেতু ইসলামমে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয়েছে। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা প্রসূত। ইসলাম মানুষকে উত্তরাধিকার আইন বলে যে সম্পদের ভোগাধিকার দেয় তা কখনোই পাশ্চাত্যের ওনারশিপ বা মালিকানা নয়। এটা ভোগাধিকার স্বত্বমাত্র।

www.pathagar.com

বিশ্ব সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানার তাৎপর্য ঃ

পাশ্চাত্য অর্থে মালিকানা কতগুলো অধিকারের সমষ্টি। কোন বস্তুর ব্যবহারে যখন কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সরকারের নিম্নরূপ অধিকার থাকে তখনই সে বস্তুতে ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সরকারের মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

(ক) অপব্যবহারের অধিকার
(খ) অব্যবহারের অধিকার
(গ) ব্যবহারের অধিকার
(ঘ) হস্তান্তরের অধিকার
(ঙ) স্থায়ী অধিকার

পাশ্চাত্য অর্থে মালিক যে কোন বস্তু অপব্যবহারের নিরংকুশ অধিকারী। সে তার মালিকানাধীন বস্তু বিনষ্ট করতে পারে। একজন কোটিপতি যদি কয়েক হাজার টাকার একটি নোটের তোড়াতে আগুন জ্বালিয়ে মজা পায়, কিংবা তা দিয়ে সিগারেট ধরায় তা হলে কারোরই কিছু বলার অধিকার নেই। আমি মালিক আমার জিনিষ আমি নষ্ট করবো, তাতে কার কি বলার আছে; আমার ঘরটি আমি জ্বালিয়ে দেবো; আমার গাড়ীটি আমি ভাংবো—তাতে কারোরই কিছু বলার থাকবেনা—তবেইতো আমি মালিক। কিন্তু ইসলাম এই ধরণের মালিক হওয়ার সুযোগ কারোর জন্যই রাখেনি। দেয়াশলাইয়ের একটি কাঠির ও

www.pathagar.com

অপব্যবহার কিংবা অপচয় করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। আর এ জন্যেই পানির অপচয় পর্যন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, এ জন্যেই অজু বা গোসল করতে গিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি খরচ করতে ভয় পান। তার ভয় আছে তাকে পানির অপব্যবহার বা অপচয়ের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হয়। ফল-মূল, খাদ্য-শষ্য ভোগের অধিকার আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেন—'পরিণত হলে এ ফলগুলো তোমরা ভোগ করবে, আর এ ফলগুলো কাটার সময় এর হক আদায় করবে,—কিন্তু এর ভোগে অপচয় করোনা—অপব্যয়ীকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না।' তিনি আরো বলেন ঃ

"হে বনি আদম। সালাত কালে উত্তম পোষাক পরো, আহার করো, পান করো কিন্তু অপব্যয় করোনা, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীকে তিনি পছন্দ করেন না"। আল্‌-কোরাণ বলছে ঃ

"তুমি আত্মীয় স্বজনকে তার হক দাও, সর্বহারা ও পথচারীকে তাদের হক দাও, কিন্তু অপব্যয় করোনা"।

আল্‌-কোরাণের ঘোষণা ঃ

'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রতিপালক (রব) প্রভুর প্রতি কৃতঘ্ন।' বস্তু বা অর্থের মালিকানার মূল যে উপাদান অপব্যবহার বা অপচয়ের অধিকার, তা যে ইসলামে স্বীকার করা হয়নি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ইসলামে ব্যক্তি, ব্যক্তি-সমষ্টি, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পদের মালিক হতে পারে না।

বস্তু অর্থ বা সম্পদ অব্যবহৃত ভাবে ফেলে রাখার অধিকার মালিকের রয়েছে। আমি একটি বাড়ির মালিক, বাড়িটি ব্যবহার না করে খালি

www.pathagar.com

ফেলে রাখতে পারি। আমি জমির মালিক, জমিতে ফসলাদি আবাদ না করে অনাবাদী ফেলে রাখতে পারি! বাসস্থানের অভাবে মানুষটি ঝড় বাদলার দিনে আমার বারান্দায় পড়ে মরলো, তাতে কি? আমি মালিক, কাউকেই আমি থাকতে দেবোনা আমার বাড়িতে কিংবা ভূমিহীন কৃষক না খেয়ে মরুক, কিন্তু আমার জমি আমি ফেলে রাখবো, অভাবী চাষীর কোন অধিকার নেই আমার জমিতে চাষাবাদ করবার। পাশ্চাত্য অর্থে বাড়ির মালিক কিংবা জমির মালিক এ কথা বলতে পারে; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এমন মালিক হওয়ার সুযোগ তা কারোরই নেই। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মানুষেরই মালিকানা থাকতে পারে না।

আর এ জন্যেই ইসলামের দৃষ্টিতে জমা করা যে সম্পদ দখলকার মানুষের ভোগে বা প্রয়োজনে আসেনা সে সম্পদে তার কোন অধিকার নেই।

আল্-কোরাণ ঘোষণা করছে :

'যারা সোনা, রূপা জমা করে রাখে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সংবাদ দিন—যে দিন এ সমস্ত দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপাল পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে, সে দিন তাদেরকে বলা হবে এ সবই তোমরা জমা করেছিলে। আজ তার স্বাদ গ্রহণ কর (সূরা, তাওবা; ৩৪—৩৫ আয়াত)।'

আল্লাহ্ বলেন :

'যারা সম্পদ জমা রাখে অপরকে জমা করতে উৎসাহ দেয়, আল্লাহ দয়া করে যা তাদেরকে দান করেছেন তা গোপন করে; সে সব—কাফিরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি (সূরা, নেসা-আয়াত ৩৭)।' সম্পদ জমা রাখা এবং আল্লাহর বান্দাকে তা থেকে বঞ্চিত করা কুফুরী

www.pathagar.com

কাজ। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল সঞ্চয়ের কোন স্থান নেই।

আল্-কোরাণ বলে :

'দেখো, তোমাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে, অথচ তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা সম্পদ জমা রাখে (সূরা মুহম্মদ—আয়াত—৩৭)।'

সঞ্চয়কারীর বিরুদ্ধে আল্-কোরাণের হুঁশিয়ারী :

'তাদের উপর অভিসম্পাত হোক যারা অর্থ সঞ্চয় করে, হিসাব করে, এবং ভাবে যে অর্থ তাদেরকে নিরাপদে রাখবে। নিশ্চয়ই না, তাদেরকে হুতামা দোজখে নিক্ষেপ করা হবে (সূরা আন্‌নুমাজা)।'

কোরাণের এ সমস্ত ঘোষণা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ধন অব্যবহার করে ফেলে রাখার অধিকার কারো নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থ সম্পদের মালিকানাস্বত্ব যার রয়েছে, যে সম্পদের ব্যবহার অপব্যবহার, বিনা ব্যবহারে ফেলে রাখার নিরংকুশ অধিকারী, এ অর্থেই সে সম্পদের মালিক। ইসলাম এমন মালিক হওয়ার সৌভাগ্য কারোর জন্যেই রাখেনি।

খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) হজরত বিলাল (রাঃ), হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ জলিলুল কদর সাহাবাদের অব্যবহৃত সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ব করেন এবং অভাবী লোকদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। জাজিলা ও জারির গোত্রের ক্ষেত-খামার হজরত ওমরের খেলাফত কালে বাজেয়াফত হয়। কেননা তারা ব্যবসায় বা যুদ্ধে যোগদান করায় জমি আবাদ করার সুযোগ পেতোনা। জমি বর্গা চাষ করার নিয়ম ইসলাম সম্মত নয়। অন্য

www.pathagar.com

কোন আয়ের উৎস না থাকলে ক্ষেত্র বিশেষ অনুরূপ—অনুমতি কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞ দিয়েছেন বটে, কিন্তু নীতি হিসেবে বর্গা চাষ পদ্ধতি ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে কেউ যদি জমা-জমি অনাবাদী ফেলে রাখে, তা হলে সে জমিতে তার হক নষ্ট হয়ে যায়। তাই সে জমি থেকে সে অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে না। জমিতে মেহনত করে যে চাষী ফসল ফলায়, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই চাষীই জমির অধিকারী।

পাশ্চাত্য অর্থে সম্পদের মালিকানা যার, সে তার সম্পদ যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। লাখ-লাখ টাকা ব্যয় করে কয়েকখানি বাড়ী করতে পারে, কয়েকটি গাড়ীর মালিক হতে পারে, বিলাস ব্যসনে সে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে পারে, কিন্তু ইসলাম কাউকে অনুরূপ অধিকার দেয়নি। হজরত ওমর গভর্ণরদের জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদ ও তোরণ ভেংগে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত আবুজর গিফ্‌ফারি (রাঃ) গভর্ণর মোয়াবিয়ার বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের দখলকার তার ইচ্ছে মতো সম্পদের হস্তান্তর করতে পারে না। হজরত ওমরের আমলে জমিদার হওয়ার উদ্দেশ্যে, কিংবা বর্গা দিয়ে আবাদ করার উদ্দেশ্যে কেউ জমি কিনতে পারতোনা। প্রকৃত চাষী ভিন্ন কারোর জমি কেউ বিক্রি করতে পারতো না। সম্পদের হস্তান্তরই এমন ভাবে হতে পারবেনা যাতে ধনী আরো ধনী হয়—গরীব আরো গরীব হয়। আল্-কোরাণ বলছে : 'এমন এক বিধান দিলাম যাতে অর্থ গুটি কয়েক ধনিদের হাতে পুঞ্জিভূত না হয় (সূরা হাশর)।'

পাশ্চাত্য মালিকানার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধন-সম্পদের মালিকানার অধিকার স্থায়ী ও নিরংকুশ। মালিক কখনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের

www.pathagar.com

জন্য মালিক নয়। সে স্থায়ী মালিক। এরূপ স্থায়ী ও নিরংকুশ মালিকানা ইসলাম মানুষকে দেয়নি। হজরত বেলালের অব্যবহৃত বাগান হজরত উমর বাজেয়াফত করে নিয়েছিলেন। ধনের যথোপযুক্ত ব্যবহার যারা জানেনা, তাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবহার-কারীকে দিয়ে দেওয়ার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে। নির্বোধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও উন্মাদদের সম্পদ নিয়ে সে মালের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে তা থেকে তাদের ভরণ-পোষণ করার অধিকার অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের রয়েছে।

আল-কোরআণ বলছে :

'যে সম্পদকে তোমাদের জীবন ধারণের অবলম্বন স্বরূপ করা হয়েছে তা নির্বোধের হাতে সমর্পণ করোনা। কিন্তু সে সম্পদ থেকে তাদের ভরণ-পোষণ করতে থাকো এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে কথা বলো।'

এ আলোচনা থেকে এ কথা পানির মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে—মালিকানা বা ইংরেজী 'ওনারশিপ' বলতে যা বুঝায় সেরূপ কোন কিছুর অস্তিত্ব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়নি। ইসলামের বিপ্লবী কলেমা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—কোন 'ইলাহ' নেই আল্লাহ্ ছাড়া। ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন আইনের উৎস সার্বভৌম শক্তি 'আল্লাহ্', তেমনি তিনিই বিশ্বসম্পদের একমাত্র মালিক ও রব। এই মালিক ও প্রভু ছাড়া অন্য কেহ মালিক ও প্রভু নেই।

যারা আল্লাহ্কে মালিক স্বীকার করে নিয়ে নিজেদেরও ক্ষুদে মালিক মনে করেন, তারা শিরকের পাপে লিপ্ত। এটা কি গুপ্ত শিরক? না, আমি বলব এটা প্রত্যক্ষ শিরক। আল্লাহ্ পাক মুসলিম সমাজকে এই মহাপাপ থেকে মুক্ত রাখুন—এই দোয়া করছি। সুতরাং বিশ্ব সম্পদের

www.pathagar.com

মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ তাঁর দেওয়া সম্পদের ভোগ দখলের অধিকারী। তাঁর দেওয়া সম্পদের সে আমানতদার মাত্র। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্র খলিফা—তাঁর প্রতিনিধি, প্রতিটি মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্র সম্পদের সমান অধিকারী। এই অধিকার সে পাবে মেহনতের বদলায়। আল্লাহ পাক যাদেরকে মেহনত করার সুযোগ দেননি—অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, এমনি ধরণের অসমর্থ ব্যক্তিদের ও রয়েছে আল্লাহ্র সম্পদের অধিকার—ন্যায্য অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্র এই হক আদায় করে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি বিশেষ যেমন সম্পদের মালিক নয়, রাষ্ট্রও তেমনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক নয়। একজন ব্যক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদে যেমন বঞ্চিত জনগণের হক রয়েছে, একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদে অপর একটি রাষ্ট্রের জনগণের 'হক' রয়েছে। তাই আল্লাহ্র মালিকানার ব্যবহারিক তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ্র সম্পদে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ভোগ দখলের অধিকার। প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ঔষধ ও বাসস্থান এই পাঁচটি বুনিয়াদী প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফতের। খিলাফত এই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে অভাবগ্রস্থদের অভাব মিটানোর ব্যবস্থা করবে। বিশ্ব সম্পদে আল্লাহ্র মালিকানা স্বীকার করার তাৎপর্য হচ্ছে, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন মিটানোর পরিমাণ মতো সম্পদের ভোগাধিকার আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

মালিক আল্লাহ ঃ মানুষ আমানতদার মাত্র

সম্পদের মালিক আল্লাহ। বিশ্বের যাবতীয় সম্পদে আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করে নেওয়ার পর এই সম্পদে মানুষের যে 'হক' স্বীকৃত হয় তা হচ্ছে আমানতদারীর অধিকার। আল্লাহর সম্পদে মানুষের রয়েছে সমষ্টিগত অধিকার।

আল্লাহ বলেন ঃ

"পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার দান করেন।" (সূরে আরাফ ঃ ১২৮)

"যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তিনিই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরে বাকারা ঃ ২৯)

"তিনি জীবকুলের জন্যে পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন।"
(সূরে আর-রহমান ঃ ১০)

মানুষের অধিকার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহর সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। মানুষ প্রতিনিধি হিসেবেই আল্লাহর সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য দায়ী। মানুষ কি আল্লাহর ইচ্ছের বাইরে নিজের ইচ্ছে মতো সম্পদ ভোগ করতে পারে? এর একটি মাত্র উত্তর—তাহচ্ছে যে মানুষ তার ব্যক্তিগত খোশ-খেয়াল মতো সম্পদ ভোগ করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে সম্পদ-ব্যবহার করে, সে

www.pathagar.com

আল্লাহকেই অস্বীকার করে। পৃথিবীর মানুষের 'হক' পয়মাল করে যারা ভোগ-সর্বস্ব জীবন গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট হয় তারা খোদা-দ্রোহী। এই স্বার্থসর্বস্ব খোদাদ্রোহীদের ভোগলিপ্সাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত সম্পদের আমানতদারী পালনে সক্রিয় হয়ে উঠে। হজরত আবুবকর সম্পদে জনগণের 'হক' অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তার মূলকারণ এখানেই নিহীত।

আমানতদারী :

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সম্পদের আমানতদারমাত্র। আমানতদার বলতে বুঝায় তাকেই যে প্রকৃত মালিকের পক্ষে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেই সূত্রে সে ভোগ করারও অধিকার পায়। পাশ্চাত্য অর্থেও কেউ যদি কোন সম্পদের ট্রাষ্টি বা আমানতদার হয়, তাহলে ট্রাষ্ট-দলিলের শর্তমোতাবেক সে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং দলিলে প্রদত্ত চুক্তি মোতাবেক সে উক্ত সম্পদ থেকে উপকৃতও হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ট্রাষ্টি বা আমানতদার মালিকের মালিকানার অধীন একটি 'অধিকার' লাভ করে। তেমনিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদের আমানতদার হতে পারে। ব্যক্তি-মানুষ যদি আল্লাহর প্রদত্ত 'দায়িত্বে'র সীমার মধ্য থেকে সম্পদের ব্যবহার করে এবং সে সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও অন্যান্য হকদারের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং যথাসময়ে তা আদায় করে তাহলে খিলাফত তার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। তাই আমানতদারী ব্যক্তিগতও হতে পারে আবার সমষ্টিগতও হতে পারে। সম্পদে সমষ্টিগত আমানতদারীর কার্যকরী রূপ হবে ইসলামীকরণ তথা খিলাফতের আওতায় সম্পদের ব্যবহার বা বন্টন।

মানুষের স্বার্থপর প্রবণতা :

মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর। তাই সে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত স্বার্থে চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে চায়। নিজের এবং উত্তরাধিকারীদের ভোগাধিকারকে সে নিরংকুশ করতে চায়। এটাই হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রকৃত স্বরূপ। মানুষের এই 'মালিক' হওয়ার প্রবণতাকে আল-কোরানে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলা হয়েছে। ইসলামের বৈপ্লবিক সমাজ কাঠামো পত্তনের আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

'স্মরণ কর, যখন তোমরা দেশে অল্প লোক ছিলে, দুর্বল হওয়ার দরুণ ভীত ছিলে—পাছে অন্যেরা তোমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, আপন সাহায্যে তোমাদের শক্তি বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম দ্রব্যাদি ভোগ করিতে দিলেন, যেন তোমরা শোকর গোজার হও। হে মোমেনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না; জেনে শুনে 'আমানত' বিনষ্ট করো না এবং জেনে রেখো তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মস্তবড় পরীক্ষাস্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে (সুরে আনফাল ২৬-২৮)। এখানে সম্পদকে মানুষের ভোগের জন্য আল্লাহর দান বলা হয়েছে। এ সম্পদ আল্লাহর আমানত। সন্তান-সন্ততির জন্য ভালোবাসার দরুণ এই আমানতের খেয়ানত আল্লাহর রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই মানুষকে আল্লাহর মালিকানা মেনে নিয়ে সম্পদরূপী আমানতের যথাযথ ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে এই আমানতের হেফাজতকারী তারাই যারা—"আল্লাহর মহব্বতে নিকট আত্মীয়স্বজন, অনাথশিশু, সর্বহারা, পথচারী (অভাবগ্রস্থ) প্রার্থী এবং বন্দীর বন্দীত্ব মোচনে অর্থ-সম্পদ দান করে এবং সালাত (নামাজ) কায়েম করে এবং জাকাতদেয়।'

(সুরে বাকারা : ১৭৭)

এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে শুধু 'জাকাত' আদায় করলেই

www.pathagar.com

আল্লাহর সম্পদের প্রকৃত হেফাজতকারী হওয়া যাবেনা, বরং জাকাত ছাড়াও আল্লাহর সম্পদে মানুষের যে 'হক' রয়েছে, তা আদায় করতে হবে এবং আদায় করতে হবে কোন ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে।

যারা আল্লাহর আমানতের খেয়ানত করে না, তাদের জন্যেই 'বেহেশতের উত্তম উদ্যানের' অংগীকার রয়েছে।

একটি সংশয়ের নিরসন :

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহই তো আল-কোরাণে মানুষকে 'মালিক' বলে আহবান করেছেন—কাজেই ইসলামে সীমাবদ্ধ অর্থে 'মালিকানা' স্বীকার করা হয়েছে। তারা সুরে ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করতে পারেন :—

"তারা কি দেখে না যে আমার হাত যা তৈরী করেছে, তারমধ্যে থেকে তাদের জন্য পশু সকল সৃষ্টি করেছি এবং তৎপর তারা উহার 'মালিক' হয়েছে। (আয়াত নং—৭১)

লক্ষ্যণীয় এখানে আরবী মালিক শব্দটি 'অধিকারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—কোনক্রমেই (Owner) 'ওনার' অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আমাদের দেশে (Ownership) ওনারশিপ কথাটিই "মালিকানা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ওনারশিপের উপাদান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে ওনার কর্তৃক সম্পদের অপব্যবহারের অধিকার, অব্যবহারের অধিকার, যথেচ্ছা ব্যবহারের অধিকার, ইচ্ছেমতো হস্তান্তরের নিরংকুশ অধিকার, সর্বকালীন ও চিরস্থায়ী কায়েমী অধিকার স্বীকৃত হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পদের ইসলাম স্বীকৃত অধিকারীর 'হক' শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পথে ভোগ ও দখল করার। পশুর অধিকারী অর্থে

www.pathagar.com

'মালিক' শব্দের ব্যবহার দেখে মানুষও সম্পদের 'মালিকানা' পেয়েছে মনে করা একান্তই ভুল। আল-কোরাণের এই আয়াতটির পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করলেই তা বুঝা যাবে।

আল্লাহ বলছেন ঃ

'এবং ওদেরকে (পশুসকলকে) আমি তাদের অধীন করেছি, এরপর ওদের মধ্যে কতকগুলিতে তারা আহার করে এবং ওদের মধ্যে তাদের জন্য অনেক উপকার ও পানীয় (দুগ্ধ) রয়েছে; তবু ও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?' (সুরে ইয়াসীন ঃ ৭২-৭৩) পশুগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের উপকারের (আরোহণ, ভক্ষণ ও দুগ্ধ পানের) জন্য পশুগুলো আমানত হিসেবে দান করেছেন। মানুষ যাতে তার যথাযথ ব্যবহার দ্বারা উপকার পেয়ে শোকর-গোজার হয়, সে উদ্দেশ্যেই তাকে পশুর অধিকারী করা হয়েছে। পাশ্চাত্য অর্থে পশুর মালিকানা মানুষের এ দাবী কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান কখনোই করতে পারেন না। তাছাড়া আলকোরাণে মাকে সন্তানের মালিক বলা হয়েছে। তাহলে সন্তানের মালিকানা কি মায়ের হবে? এখানে লালন-পালনের অধিকারী হিসেবেই মাকে 'মালিক' বলা হয়েছে। সুতরাং মালিক শব্দের ব্যবহার দেখেই পাশ্চাত্য অর্থে "মালিকানা প্রাপ্ত" মনে করা নিছক ভ্রমাত্মক।

সুতরাং মানুষ যে সম্পদের মালিক নয় বরং হেফাজতকারী—তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নে বিশ্বাসীকে ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করে—মানুষের আমানতদারী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

www.pathagar.com

জাকাত সংগঠন ও সামাজিক নিরাপত্তা

অর্থ ও সম্পদের ভোগ-দখলের অধিকার মানুষের রয়েছে। কিন্তু মানুষ তার এই অধিকারকে অন্যের অধিকার বিনষ্ট করে প্রয়োগ করতে পারবে না। মানুষের ভোগ-দখলের অধিকার আসে মেহনতের বিনিময়ে। মেহনতের শক্তি শারীরিক বল, কার্যকুশলতা, ব্যবহারিক জ্ঞান ইত্যাদির সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। বল, জ্ঞান, ও দক্ষতা ইত্যাদিও আল্লাহর প্রদত্ত 'নিয়ামত'। সুতরাং মানুষের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা দ্বারা আহরিত সম্পদে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জনশীল কিংবা উপার্জনক্ষমতা-হীন মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বাস্তব রূপ হচ্ছে 'জাকাত'—বাধ্যতামূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জাকাতের ভিত্তি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের অভাব পূরণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র তথা সমাজের দায়িত্ব পালন। এই দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত। মানুষকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই হবে জাকাত-সংগঠন। আল-কোরআনে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে হজরত ইব্রাহীম, হজরত ইসমাইল, হজরত মুসা, হজরত ঈসা প্রমুখ নবীগণও জাকাত সংগঠন মাধ্যমে তাঁদের উম্মতের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করার দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সালাত ও জাকাতকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ঈমানের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল কোরআনের দ্বিতীয় সুরার প্রথম আয়াতটিতেই বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

'এই কোরআন আল্লাহর কেতাব–এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মোত্তাকীদের (ধর্মভীরু) পথপ্রদর্শক, মোত্তাকী (পরহেজগার) তারাই যারা অদৃশ্যে ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমাদের প্রদত্ত রিজিক থেকে দান করে।'

আল কোরআন বলছে :

'ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। (এদের বৈশিষ্ট্য এই যে) এরা সৎকাজের আদেশ দেয়, অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে আল্লাহ ও রসুলের বিধান মেনে চলে। আল্লাহ এদের প্রতিই রহমত বর্ষণ করেন।' (সুরা তওবা ৭১)

ঠিক এই ধরনের কথাই সুরা হজেও বলা হয়েছে 'ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বপাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও জাকাত সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ শাসন কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্ব পালন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে।' জাকাত অস্বীকারকারীকে পরকালে অবিশ্বাসী মুশরিক সমতুল্য বলা হয়েছে।

আল কোরআনের ভাষায় :

'ঐ সমস্ত মুশরিকদের উপর অভিসম্পাত হোক যারা জাকাত আদায় করে না, এবং পরকালে অবিশ্বাস করে।' (হামীম আস সাজদা : ৭) সুতরাং দুঃস্থ জনগণের জন্য যারা অর্থব্যয় করতে রাজী নয়, তারাই কাফের এবং মুশরিক। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে মুমিন বলে মনে হলেও যারা আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত থেকে আল্লাহর বান্দাদের জন্য অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করতে পারে না, তারা ধার্মিক নয়।

www.pathagar.com

আল এমরানের ৯২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'তোমাদের প্রিয় দ্রব্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারবে না।' সুতরাং আল কোরআন আল্লাহর মালিকানা স্বীকারকারী জনসমষ্টিকে দুর্গত মানবতার দুর্গতি নিরসনের জন্যে ধন বন্টনের যে পরিকল্পনা দিয়েছে—জাকাতের ভূমিকা তন্মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। জাকাত ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্য নয়—এটি ধনিকের অবশ্য কর্তব্য। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত এই জাকাতকে একটি সংগঠিত সংস্থার রূপদান করবে। জাকাত হবে একটি সমন্বিত অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী।

আল কোরআন বলছে ঃ

'ছদকাসমূহ নিঃস্ব, পংগু, অভাবী, বেকার, জাকাত সংস্থার কর্মচারী ও নওমুসলিমের জন্য, বন্দীত্ব মোচন, ঋণ মুক্তিতে, আল্লাহর পথে তথা জন ও সমাজকল্যাণে এবং অভাবগ্রস্ত পথিকের জন্য (সুরা তওবা)' লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় আলকোরআন জাকাতের অর্থ বন্টনের জন্য ব্যাপক তালিকা প্রদান করেছে। এতে সর্বশ্রেণীর অভাবগ্রস্তের 'হক' সাব্যস্ত হয়েছে। জাকাতের অর্থ থেকে ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর পথে জনকল্যাণে যে ব্যয়ের খাত দেখানো হয়েছে এটি খুবই ব্যাপক খাত। এখানে ধর্ম প্রচারকদেরকেও সামিল করার সুযোগ রয়েছে।

জাকাত শুধুমাত্র সঞ্চিত সোনা বা রূপার তথা নগদ অর্থ থেকেই আদায় করা হবে না—বরং যাবতীয় সম্পদ থেকেই আদায় করা হবে। ফসলের জাকাত হচ্ছে উশর। উৎপাদিত ফসলের দশভাগের এক ভাগ, সেচের জমিতে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ উশর হিসেবে আদায় করতে হতো। এছাড়া সকল শ্রেণীর পশু ও সম্পদের উপর ও জাকাত

www.pathagar.com

আদায় হবে। গাড়ি ও বাড়ির উপর জাকাত আদায় হবে। আধুনিক পুঁজি, কল-কারখানা ও উৎপাদিত পণ্যের উপর উশরের অনুরূপ জাকাত আদায় হবে। এক কথায় যাবতীয় সম্পদের উপর জাকাত আদায় করার এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার জন্য যে সমন্বিত কার্য-সূচী তারই নাম হবে জাকাত সংস্থা।

জাকাত সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(ক) জাকাত সংস্থা অভাবগ্রস্তদের আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(খ) জাকাত সংস্থা কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তিদের স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্থিক সাহায্য বা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। স্বাভাবিকভাবেই জাকাত ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা উৎসাহিত করা হবে না—এটি রাষ্ট্রতথা সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। জাকাত ছাড়াও বিত্ত-বানদের সম্পদে বিত্তহীনদের যে হক রয়েছে, সেই হক আদায় করার জন্যে উৎসাহিত করবে। ব্যক্তিগত ট্রাস্টফান্ড বা বেসরকারী সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে জনকল্যাণে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে সরকার ধনবানদের যাবতীয় সহযোগিতা দেবে। জাকাত সংস্থা এই সমস্ত ব্যক্তি বা সামাজিক উদ্যোগগুলোকে সমন্বিত করবে। জাকাত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান না, এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

জাকাতের ভূমিকা :

জাকাতের উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে একশ্রেণীর লোক জাকাত দিতেই থাকবে এবং অন্য শ্রেণীর লোক জাকাত নিতেই থাকবে। বিত্তহীন ও বিত্তবান এই দুটি শ্রেণী সর্বকাল ধরে ইসলামী সমাজে বিরাজ করবে এটা জাকাতের উদ্দেশ্য নয়। জাকাত বরং শোষণ মূলক, জুলুম মূলক

www.pathagar.com

সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের একটি পদ্ধতি। প্রাথমিকভাবে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করার পর জাকাতের অর্থ সমাজকল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হবে। বাংলাদেশের পটভূমিতে কৃষি ব্যাংক এবং জাকাত-তহবিল সমন্বিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত জাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। জাকাতের অর্থে রোগীদের জন্য হাসপাতাল, শ্রমিকদের জন্য সরাইখানা তৈরী করা যেতে পারে। শুধু মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ইসলামী সমাজে যখন স্থিতিশীল অর্থনীতি চালু হবে তখন দরিদ্র পীড়িত, ভুখা—নাংগা অভাবগ্রস্ত থাকবে না। ঐ অবস্থায় অর্থ বা সম্পদের ব্যক্তিগত ভোগাধিকারে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু বুনিয়াদী প্রয়োজন সকলেরই মিটে যাবে। হজরত উমরের খিলাফতে জাকাত সংগঠনের ফলে গোটা আরব দেশে শুধু জাকাত দেবারই লোক মিলতো, জাকাত নেবার লোক ছিল না। এই অবস্থা ঘটেছিলো আরবের মতো তৎকালীন অনুন্নত দরিদ্র দেশে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশেও জাকাত সংগঠন চালু হলে তেমনটিই হবে। সে অবস্থায় দেশের আট কোটি মুসলমান তো বছরে অন্ততঃ ৪০ কোটি টাকা শুধু জাকাতুল ফিতর হিসেবেই দান করবে। এই অর্থ কি দেশের জনগণের সাধারণ কল্যাণকর কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যয় হতে পারবে না? প্রতি বছরই প্রায় ৪০ কোটি টাকা শুধু ফেতরা হিসেবেই আসবে। প্রতি বছরই একটি জনকল্যাণকর অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করলে দারিদ্রতা দূরীকরণের যে অনতিক্রম্য সমস্যা আজ দেশব্যাপী মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে—তার সমাধান অত্যন্ত সহজ বলেই আমরা মনে করি। বরং এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ।

আরব দেশ থেকে জাকাতের অর্থ সিরিয়া, মিশর গিয়াছে। বাংলাদেশ থেকেও অন্যদেশে যেতে পারে যদি আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি। জাকাতের অর্থে প্রাথমিকভাবে মুসলিম সমাজ উপকৃত হলেও অমুসলিম

www.pathagar.com

জনসমাজও এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আল-কোরআন বলছে : আর তোমার প্রভুর দান থেকে আমি সাহায্য করি এদের (মুসলিম) এবং ওদের (অমুসলিম) সকলকে—এবং তোমার রবের দান কখনো বন্ধ হয় না।' (সূরা বনি ইসরাইল : ২০ আয়াত) এই নীতির ব্যাখ্যায় হজরত উমর মদীনার অন্ধ ইহুদী নারীর জন্য ও গরীব ও অভাবগ্রস্তের হক প্রতিষ্ঠায় জাকাত দানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সিরিয়ার খৃষ্টান রোগ-গ্রস্তের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। ধারণা বর্তমান জামানায় শতকরা আড়াই টাকা হারের জাকাত দিয়ে সমাজের দারিদ্রতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে আধুনিক শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে জাকাতের নতুন হার নির্ধারণের ব্যাপারে ইজতেহাদের অধিকার তো রয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের প্রাণবস্তু ঃ চিরন্তন জিহাদ

যে মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সীমায় তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য সতত সচেষ্ট, সেই সচেতন মানুষই হচ্ছে মুসলিম। মুসলিম মাত্রই জিহাদকারী—মুজাহিদ। সে যখন সাক্ষ্য দেয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' তখন সে স্বীকার করে নেয়—

ইনিল হুকম্‌ ইল্লা লিল্লাহ্‌। আমারা আল লা ইয়া বুদ্‌ ইল্লাইয়াহ্‌। জালিকাদ্দীনুল কাইয়েম্‌।

'হুকুমের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তার হুকুম হচ্ছে তাকে ছাড়া কাউকে উপাস্য মানা যাবেনা। এটাই শাশ্বত বিধান।

সে যখন সাক্ষ্য দেয় মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ্‌ তখন সে স্বীকার করে নেয়—মাই ইউতেয়ের রাসুলী, ফাকাদা আতায়াল্লাহ্‌। 'যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য স্বীকার করেছে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য কবুল করেছে।

সুতরাং ঈমানের প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী মুসলিম ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, জাতীয় জীবনে, আর্ন্তজাতিক জীবনে একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান 'ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই সচেষ্ট থাকে। এই প্রচেষ্টাই জিহাদ। এই প্রচেষ্টাকারীই মুজাহিদ।

এই মুজাহিদের প্রচেষ্টা এক পর্যায়ে হতে পারে গোপন প্রচেষ্টা—ক্রমে তা হবে প্রকাশ্য সক্রিয়তা। এরপর তাহবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা—সংঘবদ্ধ সক্রিয়তা।

www.pathagar.com

এই সংঘবদ্ধ সক্রিয়তাই গতিশীল সংগ্রামের রূপ নিবে। তখন সে আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকবে—কে গ্রহণ করছে কিংবা করছেনা তার পরোয়া করবেনা। সত্য প্রচার করায় কে খুশী হলো, কে বীতরাগ হলো, তার পরোয়াও সে করবেনা। এক পর্যায়ে সত্য প্রচারক মুজাহিদের উপর সত্যবিরোধী চক্রের জুলুম নিষ্পেষন নেমে আসবে। মুসলিম মুজাহিদ তা বরন করে নেবে। তার সম্মানের উপর হামলা হবে, তার সম্পদের উপর হামলা হবে, তার জীবনের উপর হামলা আসবে, মুজাহিদ এই হামলার মুকাবিলা করতে গিয়ে জীবন দেবে কিংবা সত্যের প্রচারের জন্য নতুনতর ক্ষেত্রের সন্ধান করবে। নিজের জন্মভূমি, বাসস্থান, আত্মীয়স্বজন, দল ও গোত্রের মায়া বন্ধনকে অস্বীকার করে সে নতুন পথের অভিযাত্রী হবে, সে হিজরত করবে, মুহাজির হবে—বাস্তুহারা হবে—সর্বহারা হবে। এই হবে মুজাহিদের ঈমানী প্রত্যয়ের স্বাভাবিক পরিনতি।

আল্লাহর আনুগত্যকে যে জীবনে কবুল করে নেবে-আল্লাহ্‌র পথে হিজরত কারীদের সে সাহায্যকারী হবে। আল্লাহ্‌র পথে সর্বস্ব ত্যাগ-কারী মুহাজির এবং তাদের সাহায্যকারী আনসার উভয়েই আল্লাহর পথের বিপ্লবী পথচারী। তারা পরস্পর ভাই ভাই। তাদের এই ভ্রাতৃ-ত্বের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। আল্‌ কোরআন বলছে—

'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও দেহ—আত্মা দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। আর যারা হিজরতকারী লোকদের স্থান দেয়—সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করে, তারাই একে অপরের বন্ধু।'

(আনফাল—৮২)

বিশ্বে যারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে, তাঁর সার্বভৌম বিধানকে জারি করতে চায়, মাটির মায়া, রক্তের মায়া তাদেরকে জড়-পংগু করে দেয়না। তারা আল্লাহ্‌র পতাকা উড্ডীন করার জন্যে নতুন মাটির আবাদ করে,

www.pathagar.com

নতুন মানুষের সংগে রব্বানী সম্পর্ক স্থাপন করে। পৃথিবীর যেকোন দেশে, যেকোন অঞ্চলে 'আল্লাহর সার্বভৌম আইন' প্রতিষ্ঠাই তার জীবন দর্শন। কোন মানুষের মনগড়া মতবাদ তাকে শৃংখলিত রাখতে পারেনা। রব্বানী সম্পর্কে সম্পর্কিত মানুষেরা নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে বন্টন করেই ক্ষ্যান্ত হয় না, পরস্পরের জীবন ও ইজ্জত রক্ষার দায়িত্বও গ্রহন করে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবাই ছিলো মুনাফিক। তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ছিলেন মুসলিম আনসার। মুনাফিক বলেছিল মুসলমান ইতর ব্যক্তিরা মদিনায় প্রবেশ করলে সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদেরকে বের করে দেবে। মুসলিম আবদুল্লাহ্ উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে মুনাফিক পিতার পথ রোধ করে বললেন, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অনুমতি না হবে, ততক্ষন তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবেনা। মুসলিম মুজাহিদের মিল্লাত গড়ে রক্তের সম্পর্কের উপর নয়—ঈমানী সম্পর্কের উপর।

তাই কোরেশ আওস-খজরাজ বংশের লোক এ মিল্লাতে এক হয়ে যায়। এ মিল্লাতে আরবী, ইরানী তুরানী, ফরাসী একভ্রাতৃ সমাজের অংগীভূত হয়। এমনিভাবেই মুসলিম মুজাহিদরা ঈমানের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল অঞ্চলের মানুষকে এক মিল্লাতের অর্ন্তভুক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এভাবেই গ্রীক সোহায়ব, হাবসী, বিলাল এবং ইরানী সোলায়মান ফারসী রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এক ভ্রাতৃ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মুসলিম বিপ্লবীদের দীক্ষাগুরু হজরত মুহম্মদ (দঃ) বলেন—'পারস্পরিক প্রেম, ভালোবাসা এবং সহানুভূতিতে মুসলমানের দৃষ্টান্ত একই দেহের সাদৃশ্য। যদি কোন অংশ বেদনাহত হয় তবে দেহের সর্বাংশে সেই বেদনা পৌঁছে যায়।'

(আল্ হাদীস।)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন—'একজন মোমিন এবং আর একজন মোমিনের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হলো প্রাচীরের ইটের মতো এর একখান ইট দাড়িয়ে থাকে আর একখান ইটের সাহায্যে।' (আল্‌হাদীস।)

বিপ্লবীদের 'রব' বলেন '(মুসলমান) অবিশ্বাসীদের প্রতি সর্বাপেক্ষা কঠোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরম সহানুভূতি সম্পন্ন।" মুসলিম মুজাহিদ মিথ্যা এবং কুফরের প্রতি কঠোর, সত্য এবং ধর্মের প্রেমে মাতোয়ারা। সত্য প্রেমিক মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। বিশ্বের যে কোন দেশ, ভাষা বা বর্ণের মুসলিম বিপ্লবী সীসাঢালা প্রাচীরের মতোই ঐক্যবদ্ধ। বর্তমান বিশ্বের একশোকোটী মুসলমান কি মুজাহিদ মুসলিম? ইহুদী বর্ণবাদী ইসরাইলের হাতে মার-খাওয়া আরবরা কি মুজাহিদ? আল্লাহ্‌কে ইলাহ মেনেও কি রুশ-মার্কিনের তাবেদার হওয়া যায়? আল্লাহ্‌কে ইলাহ মেনেও কি ইরাকী ইরানী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়? আল্লাহ্‌কে 'রব' মেনেও কি ফিলিস্তিনী মুসলিম, আফগানী মুসলিম ও ফিলিপাইনী মুসলিমদের 'জিহাদে' নির্লিপ্ত থাকা যায়? বিশ্ব মুসলিম ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বে যারা বিশ্বাসী নয়—তারা কি মুসলিম? কে দেবে এসব প্রশ্নের উত্তর?

আল্লাহ্‌ ঘোষনা করেছেন—'ওয়াতাসেমু বিহাবলিল্লাহ্‌ জামিয়াও ওয়ালা তাফাররাকু।' তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (আল্‌-কোরআন।)
মুসলিম মুজাহিদদের পক্ষে এসব ভুলে যাওয়া কি সম্ভব?

জিহাদের তাৎপর্য:

জিহাদের তাৎপর্য কি? মুজাহিদের পরিচয় কি? ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই জেহাদ। আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল উলুহিয়ত, সার্বিক

www.pathagar.com

রবুবিয়ত ও সার্বভৌম মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, আলোচনা, বক্তৃতা, সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচার জেহাদের বাচনিক রূপ।

ইসলামের আদর্শগত পরিচয়কে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা, ইসলাম বিরোধী মহল ও মতবাদীদের মতাদর্শের ভ্রান্তি প্রদর্শন, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ্লেষন, ও নবোদ্ভূত সমস্যার আলোকে ইসলামী নীতির ব্যাখ্যা এ সমস্তই কলমী জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

যুগ সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলাম বিশেষজ্ঞের নতুন নিদর্শনাকে বলা হয় 'ইজতিহাদ'। এই ইসলামী গবেষনাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কলমের অস্ত্রে অসত্যকে মিসমার করে দেওয়া, সত্যকে জ্বাজ্বল্যমান করে তোলাই 'ইজতিহাদ'। লেখনীর জিহাদ যিনি পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। মুজতাহিদ ও মুজাহিদ।

ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলমান তার কথায় ও কাজে দ্বীনের প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা চালায়, এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সে যে অর্থ ব্যয় করে তাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যখন সে সশস্ত্র অভিযান চালায় তখন সে আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক 'হিজবুল্লাহ্‌' মুজাহিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই মোজাহিদ তখন জেহাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিলে পৌঁছে যায়।

রিসালতের মক্কীজীবনে কি জিহাদ ছিলোনা ?

একটি কথা প্রায়ই শুনা যায় রসুলে করীম (সাঃ) ও মক্কার সাহাবীবৃন্দ মদিনায় হিজরত করার পর জিহাদের নির্দেশ বলবৎ হয়।

www.pathagar.com

এর পূর্বে নবী করীম (সাঃ) কিংবা তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ জিহাদে সামিল হন নি। এই ধরণের কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভ্রান্তিকর। অবিরাম জিহাদের অনিবার্যতা এধরনের কথা দ্বারা ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

আসলে ঈমানের শুরু থেকেই জেহাদের শুরু। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তখন ঈমানকে বাস্তবায়িত করার জন্য সে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, সেটাই জিহাদের প্রথম মঞ্জিল। এটাই হচ্ছে হৃদয় মন দিয়ে জিহাদ।

মক্কীজীবনে নবী করীম (সঃ) এর বিপ্লবী মুজাহিদগণ শ্রেষ্ঠ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। ইতিহাসের পাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। জিহাদের বাস্তবরূপ আপনাকে অভিভূত করবে। হাবসী কৃতদাস বিলালকে মেরে-পিটে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে হিচড়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালু-কার উপর ফেলে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তিনি ঘোষণা করছেন 'আল্লাহ্‌ এক'। তিনি তাঁর মনিবের নির্দেশ অবলীলাক্রমে অমান্য করলেন। শত নিপীড়ন সহ্য করেও আল্লাহ্‌র নির্দেশকে মাথায় পেতে নিলেন। ঈমানের এই আগুন তাঁর হৃদয়—মনকে সুরক্ষিত করেছে। জীবনের নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ হাসিলের সহজ পথকে বর্জন করে তিনি জুলুম কবুলের কঠিন পথকেই বেছে নিলেন। এই দুর্গম পথের অভিযাত্রী বিলালের কর্ম সাধনা জিহাদের প্রকৃষ্ট নমুনা।

'আল্লাহ্‌ আমার রব' এই প্রত্যয় ঘোষণা করার অপরাধে ক্রীতদাস খাব্বাবের মনিব উত্তপ্ত লৌহদিয়ে তার মাথায় দাগা দিতো। মাটিতে জ্বলন্ত অংগার রেখে তাতে তাঁকে শুইয়ে কয়েকজন পাষণ্ড বুকে পা রেখে দাঁড়াতো। তার রক্ত ও চর্বিতে জ্বলন্ত অংগার নিভে যেতো।

www.pathagar.com

জীবনের শেষ পর্যন্ত ধবলকুষ্ঠের ন্যায় তাঁর সারা পীঠ ও কোমরে ঐ দাগের চিহ্ন ছিলো।

পরবর্তী জীবনে মুসলিম বিজয়ে তিনি ক্রন্দন করতেন এই বলে যে– নাজানি বর্তমান দুনিয়াতেই প্রাথমিক মুসলিমদের দুঃখ নির্যাতনের পুরস্কার নিঃশেষ হয়ে যায়।

আম্মার তাঁর পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়া ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ইয়াসীরের দু'পা দুটি উটের সংগে বেঁধে উটগুলোকে ভিন্নমুখে হাকিয়ে দেওয়া হলো। তার দেহ চিরে দু'টুকরা হয়ে গেল। ইয়াসীরের স্ত্রী সুমাইয়া নির্বিকারভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করতে লাগলেন' আবুজেহেল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বর্শা-বিদ্ধ করে হত্যা করলো। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা 'শহীদ' হচ্ছেন সুমাইয়া। আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতা দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ওসমান (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছেন। তাঁর চাচা তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে পিটাতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি সস্ত্রীক আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। হযরত আবুবকরের চল্লিশ হাজার দেহরাম নগদ অর্থ ছিলো। ইসলাম প্রচারের জন্য, ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য তিনি পঁয়ত্রিশ হাজার দেহরামই দান করে দেন। স্বয়ং রসুলে করীমের (সঃ) উপর দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁকে সিয়াবে আবুতালিব গিরি উপত্যকায় দীর্ঘদিন বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছে। ধর্মের পথে নির্যাতন বরণ ও জানমালের কোরবান করার ক্ষেত্রে নবীয়ে করীম (সঃ) ও সাহাবীবৃন্দ যে অতুলনীয় ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মানব জাতির জন্য তা অত্যুজ্জল আদর্শ হয়ে থাকবে। ঈমানের এই দৃঢ়তা, সংকল্পবদ্ধতা এবং আত্মত্যাগকে আলকোরানে শ্রেষ্ঠ জেহাদ বলে

www.pathagar.com

ঘোষণা করা হয়েছে। সূরে আল্‌ফোরকান রসূলে করীমের (সঃ) মক্কাজীবনে নাজিল হয়। এই সূরায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'ফালা তুতোয়ল কাফেরীন ওয়া জাহেদহুম বেহি জেহাদন কাবিরা'। সত্য প্রত্যাখান কারীদের আনুগত্য করোনা। ওদের সংগে প্রচণ্ড জিহাদ চালিয়ে যাও। (৫২, আয়াত।)

কোরআনের জ্ঞান মানুষের জন্য বিপ্লবের হাতিয়ার। এই জ্ঞান দিয়েই 'জিহাদ' চালাবে নতুন সমাজ পত্তনের বিপ্লবী মানুষরা। মক্কার মুসলিম বিপ্লবীদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া অন্যকারোর আনুগত্য নেই এই জ্ঞান দিয়ে সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া হয়েছিলো। তাই তারা সমাজপতি, ধর্মধ্বজী দাস মালিকদের নির্দেশকে অমান্য করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলো এই পর্যায়ে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু ধৈর্যের সংগে জিহাদ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

মুসলিম মুজাহিদরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের (সঃ) সে নির্দেশকে কিভাবে শিরোধার্য করেছিলো তা সবারই জানা রয়েছে। সুতরাং জিহাদ চিরন্তন—সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে, সর্বদেশে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যেক মুসলমানকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে জিহাদে সামিল হতে হবে। জিহাদের মুলতবী নেই, কোন ব্যতিক্রম নেই। কেউ কেউ জিহাদে সামিল থাকলে অন্যেরা রেহাই পেয়ে যাবে এ সম্ভাবনাও নেই। কেননা চিরন্তন জিহাদই হচ্ছে ইসলামের প্রাণবস্তু। তবে জিহাদের প্রকার ভিন্ন হতে পারে। দেশে-দেশে, কালে-কালে অবস্থাভেদে ব্যক্তি ও সমষ্টির জিহাদের রূপান্তর ঘটতে পারে।

ব্যক্তি ও সমাজের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ইসলাম যে পথ নির্দেশ করেছে তা উপলব্ধি করে ঈমানী চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে তার বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

জন্য সচেষ্ট হওয়া, ইসলামী পরিবেশ রচনার জন্য সজাগভাবে সাধনা করা এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মনে মনে ঘৃণা পোষণ, মুখে প্রতিবাদ এবং সক্রিয় হস্তক্ষেপ দ্বারা সংগ্রাম—এসবই জিহাদের বিভিন্ন পর্যায় হতে পারে। নবী করীমের (সঃ) ঘোষণায়—'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যভাষণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে মেনে নিয়ে নিজপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেই আল্লাহর পথের প্রকৃত মুজাহিদ। আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ থেকে যে ফিরে যায় সেই প্রকৃত মুহাজির। মুজাহিদ, মুহাজির, জিহাদকারীর প্রকার ভেদ মাত্র। মুসলমান তার জীবনের প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায় জিহাদের ময়দানে বিচরণ করে। মুসলিম তাই প্রতি মুহূর্তে বিপ্লবী, প্রতি মুহূর্তে জিহাদী। এরা প্রতি মুহূর্তে অন্তরে জিহাদের ডাক শুনেন। মুসলিম নারীও আত্মিক ও দৈহিক' জিহাদে প্রতি মুহূর্তে সামিল থাকেন। হজ্ব আর ওমরাহ করার জন্যে নারী যে গৃহ ত্যাগ করে, পথের কষ্ট বরন করে নেয়—তাকেও রসুলে করীম (সঃ) জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন।

সার্বিক জিহাদ :

মানসিক, বাচনিক ও আর্থিক জিহাদে লিপ্ত বিপ্লবী দল চিরদিন নির্যাতন বরন করবেন—প্রতিরোধ করবেন না এটা আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান হতে পারেনা। তাই জিহাদের শেষ মঞ্জিল 'প্রতিরোধ মূলক সশস্ত্র জিহাদের' অনুমতি আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকদের দেওয়া হয়েছে।

"যে মুসলিমদের সংগে কাফিররা যুদ্ধ করছে, সেই মুসলিমদেরকে ও এখন কাফিরদের সংগে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তারা অত্যাচারিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌ মজলুমদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেই লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাদের এ ভিন্ন অপরাধ ছিলোনা যে তারা বলতো একমাত্র আল্লাহ আমাদের প্রভু।" (সুরে হুদ।)

www.pathagar.com

সূরে বাকারায় ঘোষণা করা হয়েছে "তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করছে তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমা লংঘন করোনা। কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যেখানে তারা ঘাঁটি করেছে সেখানেই তাদের কতল কর। যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে সেসব স্থান থেকে তোমরাও তাদেরকে বের করে দাও। এটা নিঃসন্দেহে হত্যাকান্ড। কিন্তু জুলুম হত্যার চেয়েও গুরুতর।"

সূরে হুদ কিংবা সূরে বাকারার উদ্ধৃতাংশের যে কোন একটি আয়াত সশস্ত্র জিহাদের প্রথম নির্দেশ। উভয় আয়াতে সশস্ত্র জিহাদকে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা-কামীদের জন্য ফরজ (বাধ্যতামূলক) করে দেওয়া হয়েছে।

সকল দেশে সকল যুগে আক্রমণকারী এবং জালেম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করার অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বকে মিটিয়ে দিতে চায়, তার একাত্বকে বহুত্ববাদী কুহক দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিতে চায়, মানুষের জীবণ, জীবিকা, বাসস্থান, ধর্ম ও কর্মের স্বাধীনতা অস্বীকার করে, মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকারের মূল্যোৎপাটন করতে চায়–সেই মানবতা বিরোধী জালেমদের প্রতিরোধ করা মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ। তাই জিহাদের মধ্যেই রয়েছে মানুষের মুক্তির আবেহায়াত। আল-কোরান ঘোষণা করছে–

"মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্যের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মানবতার দুশমন আল্লাহদ্রোহী জালেম বাহিনী। এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার মধ্যেই নতুন ভ্রাতৃসমাজের সৃষ্টি। তাই ন্যায়ের যুদ্ধ, সত্যের জিহাদ আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অংশ।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ঘোষণা : যুদ্ধ কর যতক্ষন না তারা অস্ত্র সংবরন করে। (আল-কোরআন ৬ : ৪৮)

তাঁর বজ্র নির্ঘোষ ঘোষণা 'যুদ্ধ কর যতক্ষন না যুদ্ধরত দুশমনরা চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়।' (আল-কোরআন ৫ : ৪৭)

জালেমদের ধ্বংস ছাড়া মজলুমদের মুক্তি নেই। বর্বর হামলাকারীর পররাজ্য গ্রাসের লোভ চিরতরে মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া স্বাধীন মানুষের শান্তিময় রাজ্য নিরাপদ হতে পারেনা। আল্লাহ পাক তাই যুদ্ধ অবসানের জন্যই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে এক মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী বিধানকে যারা হীন স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা অচল করে দিতে চায় তারাইতো কাফির—কেননা তারা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঢেকে রাখতে চায়। তারাইতো মুশরেক—কেননা তারা এক আল্লাহ্‌র বিধানের স্থলে বহু ইলাহ, বহু মনিব, বহু মালিকের বিধান ও হুকুম চালু রাখতে চায়। কাফির আর মুশরিকরাই মানব জাতিকে এক শাশ্বত নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দেয়। তাই মানুষের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাংখাকে তারা মিটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। মানুষকে যারা বাজারে কেনা বেচা করে এসেছে, গোলামের আজাদীর কথা তাদের ক্রোধান্ধ না করে পারেনা। নারীকে যারা জীবন্ত কবর দিয়ে এসেছে, নারীর সমানাধিকারের কথা তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি না করে পারে না। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করে যারা খাতকের সর্বস্ব অপহরণ করে এসেছে সুদের মূলোচ্ছেদের কথায় তাদের মার মুখো হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থ সঞ্চয়কে যারা জীবনের সাফল্য মনে করে এসেছে সম্পদে গরীবের অধিকারকে তারা কি ভাবে মেনে নেবে? যারা এতদিন নিজেরাই ইলাহ, মালিক ও মনিব ছিলো তারা কিভাবে আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ, মালিক ও রব

www.pathagar.com

স্বীকার করে নেবে। এই কাফির ও মুশরিক দল চায় আল্লাহ্‌র নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ্‌ চান তার নূরকে উদ্ভাসিত করতে। আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলকে (সঃ) হিদায়ত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে সকল মিথ্যা বিধানের উপর সত্য দ্বীন বিজয়ী হয়। মুশরিকরা তো এটা বরদাশত করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় কার্যকর আর এজন্যই সর্বাত্মক জিহাদ বলবৎ করা হয়েছে।

জিহাদই সকল ইবাদতের মূল ইবাদত :

মানুষের মুক্তি দিশারী হযরত মুহম্মদের (সাঃ) বিপ্লবী অনুসারীরা যতদিন পর্যন্ত জিহাদের চিরন্তন চেতনাকে বুকে ধারন করে রাখবে ততদিন তারা সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করবে। ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ। জিহাদের মাধ্যমে এর সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে। জিহাদকারী জয়ের প্রেরণা অর্জন করে দুর্লভ মৃত্যুবরন করার আনন্দানুভূতির মাধ্যমে। জিহাদে যে মৃত্যুবরণ করে সে তো জীবনের বদলে জান্নাত কিনে নেয়। মুজাহিদ জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় মরনেও চায় তারই রেজামন্দী। আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে শাহাদত বরণ অপেক্ষা তার অধিক কাম্য আর কিছুই নেই। বিজয়ী মুজাহিদ জীবনে অমৃত পায়। শহীদ মুজাহিদ মরনে অমিয় পেয়ালা পান করে পরিতৃপ্ত হয়।

মুজাহিদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মৃত্যুতেই প্রকৃত জীবন। আল-কোরান ঘোষণা করছে 'তোমাদের জন্য কিসাসের মৃত্যুতে জীবন নিহিত রয়েছে' : (আল-কোরআন ২ : ১৭৯)

সত্যের সৈনিক মুজাহিদ শাহাদতের মধ্যে পায় বৃহৎ জীবনের সন্ধান। বিপ্লবী মুজাহিদদের সিপাহসালার বলেন "আল্লাহ্‌র কসম যদি সম্ভব হতো আল্লাহ্‌র রাস্তায় একবার শহীদ হয়ে আবার জীবিত

www.pathagar.com

হতাম। আবার শহীদ হতাম। পুনরায় জীবিত হয়ে আবার শহীদ হতাম। যেন শাহাদতের স্বাদ একবারেই শেষ হয়ে না যায়।"

(আল-হাদিস)

রসুলে করীম (সঃ) শাহাদতের জন্য যে আকাংখা ব্যক্ত করেছেন সেটাই মুজাহিদের চিরন্তন কাম্যবস্তু। তাই জিহাদের মাহাত্মের পার্শ্বে অন্য কোন ইবাদতের তুলনা চলেনা।

নামাজ রোজা, হজ্জ, জাকাত ইসলামের স্তম্ভ। কিন্তু ইমান এবং জিহাদ ইসলামের আত্মা।

সশস্ত্র জিহাদের পর্যায়ক্রম :

ইসলামের বিপ্লবী অনুসারীরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ভৌগলিক সীমানায় দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সর্বাত্মক জিহাদ চলতেই থাকবে। যখন তারা দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন তখন হিজরতের প্রয়োজন থাকবেনা।

কিন্তু জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই জিহাদের থাকবে দু'টো পর্যায়। দারুল ইসলামে খিলাফতের ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকবে। শান্তি পূর্ণ পরিবেশে পার্শ্ববর্তী দুশমন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার মুকাবিলায় কিংবা দেশের আভ্যন্তরীন স্বার্থবাদী মহল ও মুনাফিকদের দমনে রাখার উদ্দেশ্যে সীমিত সংখ্যক মুজাহিদ বাহিনী যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। ফকিহদের ভাষায়—এই পর্যায়ের জিহাদ "ফরজে কেফায়া।" জাতির কোন একটি দল সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত থাকলেই সমগ্রজাতি জিহাদ পালনের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু দারুল ইসলামের খিলাফত পরিচালন-কর্তৃপক্ষ আমীর কিংবা ইমাম যদি দুশমন রাষ্ট্রের যুদ্ধাভিযানের খবর জেনে কিংবা দুশমনদের দ্বারা

www.pathagar.com

আক্রান্ত হয়ে জিহাদের ডাক দেন তাহলে এই পর্যায়ের জিহাদকে বলা হয় 'ফরজে আইন'।

প্রত্যেক মোমেনের জন্য বাধ্যমূলক জিহাদ ঃ

দুশমন যদি মুসলিম এলাকার উপর আক্রমন চালায় তাহলে এপর্যায়ে দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর উপর যুদ্ধে অংশ গ্রহন করা 'ফরজে আইন' হয়ে যায়। দুশমন যদি প্রবল হয়—সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলমানদের সম্মিলিত জিহাদ প্রচেষ্টা যথেষ্ট না হয়, তাহলে নিকটবর্তী এলাকার মুসলেম দেশ সমূহের উপর জিহাদ ফরজ হবে। জিহাদ যদি আরো সম্প্রসারিত হয় দুশমন যদি তার বন্ধু রাষ্ট্র সমন্বয়ে মুসলিম এলাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে পূর্ব পশ্চিমের তামাম জাহানের মুসলমানদের উপর জিহাদ বাধ্যতা মূলক হবে। সকল ফকিহ ও মুজাহিদরা এব্যাপারে একমত।

মুসলিম পবিত্র ভূমি সমূহ দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত কিংবা দুশমন-কবলিত হলে সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যে জিহাদ বাধ্যতামূলক হয়। মক্কা মদিনার 'হারামাইন' ছাড়াও বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে আকসাও মুসলমানদের জন্য পবিত্র স্থান। এটি এক্ষণে ইহুদী কবলিত। বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি কি জিহাদ ফরজ হয়নি? জিহাদের ফরজিয়তকি শুধু কারো ঘোষণার উপরই নির্ভরশীল? দুশমন কবলিত মসজিদুল আকসার উদ্ধারে মুসলিম বিশ্ব এগিয়ে না গেলে আল্লাহ্‌র ঘোষিত শাস্তি কি তাদের উপর নেমে আসবেনা?

আল-কোরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

'হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের কি হলো যে তোমাদের যখন আল্লাহ্‌র অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরকুনো হয়ে গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনে রাজী হয়ে

www.pathagar.com

গেছো ? পার্থিব জীবনের ভোগ তো পরকালের জীবনের তুলনায় অকিঞ্চিত কর।" (সূরে তওবা : ৩৮,) যারা জিহাদের ডাকে সারা দিবেনা, তাদের শাস্তির ঘোষণাও সংগে সংগে দেওয়া হয়েছে।

'তোমরা যদি (জিহাদের) অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।' (সূরে তওবা : ৩৯)

'নফীর' এর তাৎপর্য :

কোর-আনের উক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছে—'ইজা কীলা লাকুম আনফেরু,' যখন তোমাদের বলা হয় যে "বের হও" পরবর্তী ঘোষণায় বলা হয়েছে 'ইনফেরু খেফাফান ওয়া সেকালান' বের হয়ে পড় হালকা ভারী অস্ত্র নিয়ে। জিহাদের জন্য বের হওয়ার (নফীর) আহবান পেলেই বের হতে হবে। এ নির্দেশ রসুলে করীমও (সঃ) দিয়েছেন :— ওয়া ইজা ইসতানফারতুম ফাসতানফেরু। 'যখন জেহাদে বের হওয়ার ডাক আসে বের হও (এবং জেহাদ কর) (বোখারী : ইবনে আব্বাসের বর্ণনা) জিহাদের ব্যাপক প্রচার হলেই নফীর বলবৎ হয়।

একটি পরিপ্রেক্ষিত : একটি অভিমত :

কোন একটি মুসলিম এলাকা থেকে মুসলমানদের বের করে দেওয়া হলো, দুশমনদের দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত করে দুশমন রাজ্য কায়েম করা হলো। জেহাদ ঘোষিত হলো না। মুসলিমদের বিপর্যয় এতই বেশী যে, অভিযানে বের হওয়ার কথা উঠলো না। কিছু কাল মনস্তাপ আর পেরেশানীর পর সন্নিহিত কয়েকটি মুসলিম এলাকার

www.pathagar.com

মুসলিম শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুটা চৈতন্য এলো। তারা জাতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে তারা পরাস্ত হলেন। দুশমনরা জয়যুক্ত হলো। বিজয়ী দুশমন আরো মুসলিম এলাকা দখল করলো এমন কি বিশ্বজাহানের তিন পবিত্রতম মসজিদের অন্যতম মসজিদ দখল করলো। তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলো, গুলি বর্ষণ করলো। মুসলমানদেরকে বাড়ী ঘর থেকে বের করে দিয়ে দুশমনদের স্বজাতীয়দের পুণর্বাসন করলো। সন্নিহিত এলাকার কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিনের মধ্যেও জিহাদের আহবান জানালোনা। এ ক্ষেত্রে নফীরে আমের হুকুম কি বলবৎ হবে না? এ ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যে জিহাদ কি ফরজে আইন হবে না? ফিকহের কিতাব মোতাবিক একটি ডাকের অভাব—ঘোষণার অভাব। এক্ষেত্রে আল্লাহর 'আনফেরু' বের হও আদেশ কি কার্যকরী নয়?

সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে। আজান শোনা গেলোনা। সালাত কায়েম করা ফরজ হবে কিনা? এই দীন লেখক কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোষণা করছে—বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সকল মুসলমানদের জন্য জিহাদ অপরিহার্য, দ্বীনী কর্তব্য। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন উল্লিখিত অবস্থা কোন কাল্পনিক ঘটনার বিবৃতি নয়—মুসলিমদের চিরবৈরী অভিশপ্ত ইয়াহুদ জাতি বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি সমূহের প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের 'মসজিদুল আকসার' পবিত্রতা বিনষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের পরাজয়টা বড় কথা নয়—ঈমানী বিপর্যয়ই বড় কথা।

আজো কি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করবো? আজো কি দাবী করবো বিশ্ব মুসলিম এক জাতি, একদেহ সদৃশ্য—এদেহের একাংশে বেদনা অনুভূত হলে সর্বাংশে তা অনুভূত হয়?

আফগানিস্তান সাম্রাজ্যবাদী নাস্তিক রুশ—কমিউনিষ্টদের দখলে।

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ মুসলমান গৃহহারা তারা জিহাদে লিপ্ত। অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের কি কোন দায়িত্ব নেই? মুসলিম অনুভূতি এবং চেতনার বর্তমান অবস্থায় আমরা কি মুনাফিক নই? আমরা যদি মুনাফিক না হয়ে থাকি, যদি এখনো ঈমানের যৎকিঞ্চিৎ চেতনা আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে বিশ্বমুসলিম সংহতির জন্যে প্রাণ-পন চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মায়ামোহ বর্জন করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরনকে সফল করার জন্য কার্যক্রম নিতে হবে। দুনিয়ার যে প্রান্তে মুসলমানরা জিহাদরত, তাদেরকে স্বেচ্ছাব্রতী মুজাহিদ দিয়ে, অর্থ দিয়ে—অস্ত্রদিয়ে, বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন করে সাহায্য করতে হবে। এটাই সর্বব্যাপী জিহাদ। এটাই জিহাদে আকবর।

গণজিহাদ কার্যক্রম :

বিশ্বের পরিবর্তিত যুদ্ধনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের মুসলমানদের সর্বাত্মক জনযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে।

(ক) শান্তির সময়ে জনযুদ্ধ :

দুনিয়ার সকল দেশের মুসলিমকে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে শান্তি-কালীন সময়ে জনগণের মধ্যে বাস্তব জেহাদী চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। জিহাদের প্রেরণা যুদ্ধের পূর্বেই মুমিনের অন্তরে সঞ্চারিত করতে হবে। যুদ্ধে শাহাদাৎ মৃত্যুবরন এবং বিজয় লাভ এই উভয় অবস্থার মধ্যেই যে মুসলিম জীবনে সৌভাগ্য নিহিত-এ প্রশিক্ষণ তাদের মধ্যে দিতে হবে।

শান্তির সময়েই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গোটা জাতিকে দিতে হবে। এই সময়েই গোটা জাতিকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

যুদ্ধকালীন সময়ের জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শিক্ষা শান্তি-কালীন প্রস্তুতি পূর্বেই নিতে হবে। তাই যে পর্যায়ে জিহাদ ফরজে কেফায়া বলে ফেকাহবিদগণ ফতোয়া দিয়ে থাকেন, সেই পর্যায়ে প্রত্যেকটি মুসলমানকে প্রতিরোধ মূলক সর্বাত্মক সশস্ত্র জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র সমূহকে সর্বাধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে হবে।

(খ) ফরজে আইন : জিহাদকালীন সময়ে জনযুদ্ধ

সমরাংগনে দুশমনের মুকাবিলার সময়ে দেশ যাতে অস্ত্র, খাদ্য, যোগাযোগ, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় উপকরনের অভাবে না পড়ে সেজন্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সদস্য, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী সবাই গণ-জিহাদের শরীক।

জনগণের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা অব্যাহত রাখার জন্য প্রচার যন্ত্র সমূহকে, দেশের শিক্ষিত আলিমসমাজ, লেখক, সাহিত্যিক, গায়ক ও শিল্পীদেরকে অবিরত প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

দুশমনের অপপ্রচারে কিংবা সমরাংগনের দুঃসংবাদে জনগণ যাতে হতোদ্যম না হয়ে অধিকতর সংগ্রামী হয়ে উঠে—চূড়ান্ত সাফল্যের জন্যে সে পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্বের যে কোন এক মুসলিম দেশের উপর দুশমনদের আক্রমনকে সকল মুসলিম দেশের উপর আক্রমন বিবেচনা করতে হবে। সকল মুসলিম দেশের যৌথ সামরিক কম্যান্ড গঠন করতে হবে।

ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, জিহাদ সর্ব পর্যায়েই সর্বাত্মক জিহাদ—গণজিহাদ—বিরামহীন জিহাদ। শান্তির সময়েও জিহাদ—যুদ্ধের সময়েও জিহাদ। ইসলামী বিপ্লব এবং জিহাদ সমার্থক। বিপ্লব ছাড়া জিহাদ নেই—জিহাদ ছাড়া বিপ্লব নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
চট্টগ্রাম বিভাগ।